NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপে রোহিতদের ম্যাচে সচিন থাকবেন বিশেষ জায়গায়

নিউ জিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৮

কলকাতা ২ নভেম্বর ২০২৩ ১৫ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.11.2023, Vol.17, Issue No.140, 8 Pages, Price 3.00

‘দোষ প্রমাণের আগেই চোর বানিয়ে দিলেন’!

জ্যোতিপ্রিয়র পাশে দাঁড়িয়ে বাম সরকারকে আক্রমণ, শুভেন্দুকে হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেক দিন পরে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে আরও অনেক কিছু বলার মাঝে আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশে। যদিও একটি বারের জন্যও তিনি শুভেন্দুর নাম উচ্চারণ করেননি। তবে প্রতিটি কথাই যে বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে তা বেশ স্পষ্ট।

পাশাপাশি পূর্বতন বাম সরকারের আমলে রেশন দুর্নীতির ছবিটা মানুষকে মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে রেশন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করতে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরলেন। আর দোষ প্রমাণের আগেই যেভাবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের দোষী বলে নানা মহলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যে এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ১০০ শতাংশ ডিজিটালকরণের জন্য রাজ্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু ৩৪ বছরের উত্তরাধিকার কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছে তাঁদের। গত দুই-তিন বছরে সব পরিষ্কার হয়েছে। এখনও বামফ্রন্টের অনেক লোক পদে রয়েছে। কারও চাকরি খাননি তিনি। সেই চাকরি কী করে হল কেউ জানে না। তাঁর কথায়, ‘একজনের জায়গায় আর একজন চাকরি করছেন। কিন্তু এখন যত দোষ, নন্দ ঘোষ। দোষ প্রমাণের আগেই গ্রেপ্তার। কিছুই প্রমাণ হল না অথচ চোর বানিয়ে দিলেন।’ বিদেশ সফর, অসুস্থতা, পুজো; গোটা সময়টা বাড়ি থেকে অফিস সামলে সোমবার বেশ কিছু দিনের বিরতির পরে নবান্নে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে অনেক বদল এসেছে। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তা নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ চলছেই। তবে বেশি আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কেন এত দিন নবান্নে আসেননি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সে সবের জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দুর নাম না-করেও বিবিধ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, ‘কাদের ৬০-৭০-৮০টা ট্রলার আছে, কত গাড়ি আছে, ক’টা পেট্রোল পাম্প আছে, আমরা সে সব কাগজপত্র বার করছি। এত দিন করিনি। এ বার করছি।’

এখানেই থামেননি মমতা। তাঁর মন্ত্রিসভাতেই এক সময়ে মন্ত্রী ছিলেন শুভেন্দু। সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে মমতা বলেন, ‘মন্ত্রী থাকার সময়ে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কত জমি কত টাকায় বিক্রি করেছেন কেউ জানে?’ এর পরে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ‘কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বার হবে।’

মমতার হুঁশিয়ারির জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘৩৫টা মামলা করেছে। মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি। বিধানসভায় দেখিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী হবেন? লোকসভায় যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে।’

সরাসরি রেশন দুর্নীতি নিয়ে মন্তব্য না করলেও, বাম আমলের অব্যবস্থার কথা এদিন তুলে ধরেন তিনি। বলেন, ‘আজ সিপিএম বড় বড় কথা বলছে। আদালত, ইডি বা সিবিআই-কে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত রয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ে কিছু বলব না আমি। কিন্তু বলে রাখছি, আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম, ১ কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড ছিল। ১ কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড থাকার অর্থ, সেই রেশন কেউ না কেই তুলতেন! সেই টাকা কোথায় যেত? আজ পর্যন্ত তদন্ত হয়েছে?’

বিশ্বভারতীর ফলককাণ্ডে নবান্নের পাশে রাজভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে মুখ খুলে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানালেন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলে কোনওভাবেই তা বরদাস্ত করা হবে না। এর আগে ফলক বিতর্কে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়েছিলেন বোস। এ বার এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলে কার্যত কর্তৃপক্ষ এবং উপাচার্যের দিকেই তোপ দাগলেন রাজ্যপাল। বুধবার রাজভবনে বেশ কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল। সেখানেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে তিনি বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন। রাজ্যপাল বলেন, ‘গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবেগ এবং অনুভূতি। তিনি গোটা ভারতের সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তাঁকে উপেক্ষা করা কখনওই উচিত নয়।’ রাজ্যপাল এ-ও জানান যে, তিনি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে জানতে চেয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠির উত্তর পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রেক্টর’ হিসাবে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন তিনি। ফলক বিতর্কে বিরল ঐক্য দেখা যায় শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ওই ফলকের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর সুরেই সুর মিলিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে আক্রমণ করতে শুরু করেন রাজ্যের বিজেপি নেতারা। রবিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে উপাচার্যের বিরোধিতা শোনা গিয়েছিল। সোমবার কড়া ভাষায় বিদ্যুতের সমালোচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা বোলপুরের প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা।

কালীপুজো মিটলেই বড় সিদ্ধান্ত: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার ইস্যুতে ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন, আগামী ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েতের সবাইকে নিয়ে বৈঠক হবে। এরপরই আন্দোলনের আগামী রূপরেখা চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘দীর্ঘদিন আন্দোলন হয়েছে। দিল্লিতেও আন্দোলন হয়েছে। প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা এখনও পাওনা আছে। গ্রামের গরিব মানুষদের টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। আমাদের সাংসদ-মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার সময় দিয়েও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি।’ এরপরই মমতার হুঁশিয়ারি, ‘১৬ নভেম্বর আমরা নেতাজি ইনডোরে সব পঞ্চায়েত, পুরসভা, গ্রাম সভা, জেলা পরিষদ, ব্লক সভাপতি, সাংসদ-বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছি। সেই বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। টাকা না দিলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে।’

উল্লেখ্য, একশো দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শাসক শিবির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ধর্নায় বসেছিলেন। তারপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেও তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বঞ্চিতদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করেছে। কলকাতায় ফিরে রাজভবনের বাইরেও ধর্না-অবস্থানে বসেছিলেন অভিষেকরা।

টিকিট বিতর্কে তলব সিএবি কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ফের বিতর্কে সিএবি। চলতি বিশ্বকাপে সিএবি কর্তাদের ব্যর্থতা আর অদূরদর্শীতায় বারে বারে মুখ পুড়েছে সিএবি-র। টিকিট ইস্যুতে বিসিসিআই-র অনুমোদন ছাড়াই টিকিট বন্টনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে পিছু হটতে হয়েছে সিএবিকে। এবার ফের টিকিট বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হল সংস্থাকে। টিকিটের কালোবাজারি ইস্যুতে এবার ক্রিকেট ভক্তরা সিএবির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। এর প্রেক্ষিতে সিএবি সভাপতিকে ময়দান থানায় তলব করা হয়েছে আজ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, আগামী রবিবার ভারত - দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচের টিকিটের জন্য যখন কার্যত হাহাকার চলছে তখন সিএবি কর্তাদের যোগসাজসে অনলাইন একটি পোর্টালে টিকিটের কালোবাজারী চলছে। বিরাট সংখ্যক টিকিট সরিয়ে রেখেছে ওই পোর্টাল। যাতে পরে তা চড়া দামে বিক্রি করা যায়। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই আজ সিএবির কর্তাদের তলব করেছে ময়দান থানা।

পায়ের ভুল চিকিৎসা হয়েছে নিজেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পায়ের আঘাতে ভুল চিকিৎসা করা হয়েছিল। সেই কারণেই সংক্রমণ সেপটিকের আকার নিয়েছিল বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার ১০-১২ দিন আইভি ইঞ্জেকশন চলেছে। কারণ ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য আমার পায়ের ইনফেকশনটা সেপটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল।’ উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চিকিৎসা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে।

স্পেন সফরে পায়ের পুরনো আঘাতে নতুন করে চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্পেন ও দুবাই সফর সেরে কলকাতায় ফেরেন তিনি। পরের দিন, অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চিকিৎসা হয়। সে দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন তিনি। তার পর কিছু দিন বাড়িতে থেকেই প্রশাসনিক ও দলীয় কাজ সামলেছেন। গত ২৭ অক্টোবর রেড রোডে পুজো কার্নিভালের দিন তিনি বাড়ি থেকে বার হন। মঙ্গলবার গিয়েছিলেন নবান্নে।

মমতার ‘ভুল চিকিৎসা’ মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের ক্লিপ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, ‘এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।’ প্রসঙ্গত, মমতার হাতেই রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, ‘এটাই হল রাজ্যের সেরার সেরা হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞাপন।’

মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বলেন, যে ভাবে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, ৫৫ দিন পর তিনি নবান্নে গিয়েছিলেন মঙ্গলবার, তাঁরা ভুল তথ্য দিচ্ছেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে থাকলেও সেটাই তাঁর অফিস। সেখান থেকেই তিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেছেন। রোজ নবান্ন থেকে তাঁর বাড়ির অফিসে ফাইল গিয়েছে। কোনও ফাইল পড়ে নেই। প্রসঙ্গত, এই সময়কালে বাড়িতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের প্লাবন, সিকিমের বিপর্যয়ে আটকে থাকা রাজ্যের পর্যটকদের উদ্ধার করার জন্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রশাসনিক বৈঠক করা থেকে শুরু করে মহালয়ার আগে থেকে রাজ্যের হাজারের বেশি পুজো উদ্বোধন; সবই করেছিলেন বাড়ি থেকে।

দিঘার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি: যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৪ পর্যটকের। কলকাতার দুর্গানগর থেকে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে চারজন দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে কাঁথি শকুন্তলা লজের সামনে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে পাইভেট গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িতে থাকা চালক-সহ চারজন গুরুতর জখম হন। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হলেও বাকি তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কাঁথি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি সরিয়ে যানজট স্বাভাবিক করে।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলা থেকে রেহাই মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং আবৃত্তি করা এক বিষয় নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির এক নেতার দায়ের কথা জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার মামলা খারিজ করে এ কথা জানিয়েছে মুম্বইয়ের মাঝেগাঁও নগর দায়রা আদালত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, মুম্বইয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এসিবি কালে তাঁর রায়ে জানিয়েছেন ২০২১ সালে মুম্বইয়ের একটি কর্মসূচিতে মমতা জাতীয় সঙ্গীত গাননি। আবৃত্তি করেছিলেন। তাই তাঁকে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননায় অভিযুক্ত করা যায় না। মুম্বইয়ের ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও পরীক্ষা করে দেখার পরে বিচারক কালে সোমবার তাঁর নির্দেশের কথা জানিয়েছিলেন। বুধবার সেই রায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর মুম্বইয়ের কাফে প্যারেডে যশবন্তরাও চৌহান প্রেক্ষাগৃহে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা। কর্মসূচির শেষে চেয়ারে বসেই তিনি জাতীয় সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এমনকী, জাতীয় সঙ্গীত না গেয়েই হঠাৎ জাতীয় সঙ্গীত থামিয়ে দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান বলে মুম্বইয়ের বিজেপি নেতা বিবেকানন্দ গুপ্ত অভিযোগ তুলেছিলেন।

এর পর বিবেকানন্দ বিষয়টি নিয়ে কাফে প্যারেড থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় মুম্বইয়ের মাঝগাঁও নগর দায়রা আদালতে অভিযোগ করেন তিনি। মমতাকে সমনও পাঠায় ওই আদালত। ২০২২ সালের ২ মার্চ মমতাকে আদালতে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

সেই সমনের বিরুদ্ধে মমতা বিশেষ আদালতে আবেদন জানালে ‘পদ্ধতিগত ত্রুটি’র কথা জানিয়ে গত ১২ জানুয়ারি নতুন করে এফআইআর দায়েরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন বিশেষ আদালতের বিচারক আরএন রোকড়ে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। এ বার মাঝগাঁও নগর দায়রা আদালত জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ থেকে রেহাই দিল তাঁকে।

রেলপথে আগরতলার সঙ্গে জুড়ল বাংলাদেশ তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন মোদি-হাসিনার

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে খুলনার ফুলতলা থেকে মঙ্গলা বন্দর সংযোগকারী রেললাইন, আখাউড়া সীমান্ত থেকে আগরতলা রেললাইন এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প ‘মৈত্রী’র দু’নম্বর ইউনিটের উদ্বোধন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

উদ্বোধন কর্মসূচিতে মোদি জানান, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে মনে করে ভারত। হাসিনার সঙ্গে তিন প্রকল্পের উদ্বোধনে অংশ নেওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘আনন্দের বিষয় আমরা আবার উন্নয়ন কর্মসূচি ঘিরে সহযোগী হতে পেরেছি।’ অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে বক্তৃতায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও নিবিড় করার কথা বলেন।

৬৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফুলতলা-মঙ্গলা এবং ১৫ কিলোমিটারের আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন চালু হওয়ায় কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহণ অনেক দ্রুত হবে (বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহার করে)। আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগের স্থাপনের জন্য মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৩-র ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারত-বাংলাদেশ মউ চুক্তি হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তিন বছরের মধ্যে ১৫ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের কথা থাকলেও ২০১৪-য় দিল্লিতে ক্ষমতার পালাবদলের পরে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ।

ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ গিয়েছে সংবাদমাধ্যমের কর্মীর পরিবারের ১৯ সদস্যের

গাজা সিটি, ১ নভেম্বর: মঙ্গলবার রাতে গাজা ভূখণ্ডের বৃহত্তম উদ্বাস্তু শিবির, ‘জাবালিয়া’-য় ইজরায়েলি বিমান হামলায় মৃত্যু হয়েছে কাতারের সংবাদমাধ্যম ‘আল জাজিরা’র এক কর্মীর পরিবারের ১৯ সদস্যের। বুধবার আল জাজিরার প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে।

তারা জানিয়েছে, এই হামলায় মহম্মদ আবু আল-কুমসান নামে তাদের গাজা ব্যুরোতে কর্মরত এক ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর বাবা, দুই বোন, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, তাদের চার ছেলে-মেয়ে, আট বোনপো-বোনঝি, শ্যালিকা এবং এক কাকাকে হারিয়েছেন। এক বিবৃতি জারি করে আল জাজিরা বলেছে, তারা মহম্মদ এবং তাঁর পরিবারের পাশে আছে। ‘অসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপরাধের’ জন্য অবিলম্বে ইজরায়েলের জবাবদিহি চেয়েছে তারা। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ন্যায়বিচার দাবি করেছে।

জাবালিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে হামলার জেরে আন্তর্জাতিক মহলে আরও তীব্র নিন্দার মুখে পড়েছে ইজরায়েল। তবে, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি, হামাস অন্যতম প্রধান কমান্ডার ইব্রাহিম বিয়ারি বেশ কয়েকজন হামাস যোদ্ধার সঙ্গে সেখানকার এক ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে লুকিয়ে ছিলেন। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিয়ারি, দাবি ইজরায়েলের। সেই কারণেই গাজার শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ করা হয়েছিল। হামলায় বিয়ারির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। সেই সঙ্গে জনা বারো হামাস যোদ্ধাও নিহত হয়েছে। যদিও, হামাসের পাল্টা দাবি জাবালিয়ায় তাদের কোনও নেতা ছিল না।

তাদের দাবি, জাবালিয়া শিবিরে অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অন্তত ১৫০ মানুষ আহত হয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ইজরায়েল-আরব যুদ্ধের ফলে বহু প্যালেস্তিনীয় নাগরিক ভিটে ছাড়া হয়েছিলেন। মূলত, তাঁরাই এই উদ্বাস্তু শিবিরে থাকতেন।

৮ মাস ধরে হবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংস্কার, বন্ধ পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ও হাওড়া: দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দীর্ঘ মেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে বুধবার। এইচআরবিসি এবং কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ মাস এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। এই সময় বিদ্যাসাগর সেতুতে ভারী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে বলেও জানানো হয়েছে । তবে কাজের প্রথম দিনে প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থাপনায় মসৃণ ছিল কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু। মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি ও ট্রাক কলকাতা থেকে সরাসরি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠতে দেওয়া হয়েছে। যান চলাচলের গতিও ছিল মসৃণ।

যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সেতুর মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাওড়া ও কলকাতামুখী পণ্যবাহী বড় ও মাঝারি গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ বলবত থাকছে। নির্দেশিকায় বিকল্প রুট সম্পর্কেও বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিম দিক গামী (বন্দর এলাকা ছাড়া) ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি যেগুলি ডিএল খান রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, তাদের ওই রাস্তা থেকেই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই গাড়িগুলি হাসপাতাল রোড থেকে কেপি রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, নেতাজি মূর্তি, এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট, ধর্মতলা ক্রসিং, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ক্রসিং হয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে হাওড়া পৌঁছবে।

আবার এজেসি বোস রোড ধরে এক্সাইড মোড় দিয়ে যে গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে জওহরলাল নেহেরু রোড, ডোরিনা ক্রসিং, ধর্মতলা মোড়, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ক্রসিং হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, কলকাতা বন্দর থেকে যেসব ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে ক্লাইভ রো থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কেপি রোড থেকে যে গাড়িগুলি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে আসবে, তাদের হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে শ্যামবাজার, ডানলপ, বিটি রোডের মতো রাস্তাগুলিতে যানবাহনের চাপ বাড়তে পারে।

বৌদ্ধ কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে মধ্য কলকাতার বৌদ্ধ টেম্পল সভাগৃহে বাৎসরিক জাতীয় উৎসব শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব ২০২৩ মহাসমারোহে উৎযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ২৫ বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণ এবং চারশতাধিক উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। দানোৎসব অনুষ্ঠান পর্বের পৌরোহিত্য করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির। প্রাতঃকালীন সংঘদান এবং অষ্টপরিস্কারদান উৎসর্গ করা হয় সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির, সভার নবরূপকার শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাথের এবং প্রয়াত শ্রীমৎ সুগত ভিক্ষুর উদ্দেশে। বুদ্ধকীর্তন এবং বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অপরাহ্নে ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ নেন ড. রতনশ্রী মহাথের, ড.অরুণজ্যোতি মহাথের, শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাথের, শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাথের, শ্রীমৎ এম আনন্দ মহাথের, ড. সমুনপাল ভিক্ষু, শ্রীমৎ ধর্মানন্দ ভিক্ষু, মায়ানমার থেকে আগত সুধীর বড়ুয়া, আশিস বড়ুয়া প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন অমলেন্দু চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার বড়ুয়া। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমলেন্দু চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতিতে সংকটে কেবল টিভি শিল্প! সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতিতে সংকটে কেবল টিভি শিল্প। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে দিন গুনছেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ। বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। গত বছর ৩০ নভেম্বর একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সেখানে বলা হয়েছে, মাল্টিসিস্টেম অপারেটররা (এমএসও) যে সব স্থানীয় চ্যানেল চালাচ্ছেন সেই চ্যানেলগুলিকে 'প্লাটফর্ম সার্ভিস চ্যানেল'-এর আওতায় আনতে হবে। এরপরেই সম্প্রতি নির্দেশিকা না মানার জন্য প্রায় ৫০০ মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (এমএসও) র লাইসেন্স বাতিল করে দেয় কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক।

বুধবার নবান্নের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের তরফ একটা নির্দেশ এসেছে, সেই নির্দেশে সমস্ত কেবল টিভি বন্ধ করে দিতে হবে? এতগুলো ছেলেমেয়ের কী হবে? অনেক ছোট সাংবাদিকও আছে যারা কেবল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার সত্যিই খারাপ লাগছে, অল কেবল নেটওয়ার্কইজ ক্লোজড। লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা যাবে কোথায়? সব বন্ধ করে দিতে হবে?' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'ওদের (বিজেপি) অনুমতি নিয়ে ওদের সিম্বল রোজ দেখাতে হবে? আমি পুজোর সময় দেখেছি কে কার সিম্বল দিয়ে কত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।'

সংবাদ মাধ্যম যেদিন তৃণমূল বিজেপির থেকে বেরবে সেদিন বাংলার মঙ্গল হবে:সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার দলীয় কর্মসূচিতে হাওড়ার কদমতলা বাস স্ট্যান্ড মোড়ের একটি সভাতে এসে সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। রাজ্যে দুর্নীতি তদন্তে তৃণমূলের মন্ত্রীর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তা অপছন্দ হয় তাঁর। পাল্টা সংবাদমাধ্যমকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, ' সংবাদ মাধ্যম যেদিন তৃণমূল, বিজেপি ছেড়ে বেরোতে পারবে সেদিন বাংলার মঙ্গল হবে। সংবাদ মাধ্যমের চোখে পট্টি বাঁধা আছে। সরকারি বিজ্ঞাপন ও টাকা দিয়ে পট্টি বেঁধে রেখেছে। নিউজরুম থেকে বলে দেওয়া হয় বিজেপি, তৃণমূল নিয়ে প্রশ্ন করতে। বাংলার মিডিয়া চোর, জোচ্চরদের নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে।'

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন ,' গরিবের রেশন চুরি হচ্ছে, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা তৈরি করানো হচ্ছে, শান্তির পক্ষে জনতা রাস্তায় নামছে। ৮ তারিখে সব বামপন্থী দলগুলো একত্রে কলকাতায় মিছিল করবে। গোটা বিশ্ব জুড়ে ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রদর্শন হচ্ছে, সেখানে বাংলাতে তৃণমূল চুপ করে আছে। যেহেতু মোদি ইজরায়েলকে সমর্থন করেছে তাই তৃণমূল চুপ করে আছে। সিঙ্গুর মামলার যে আদেশ এসেছে তাতেও দেখা যাচ্ছে বাংলা বিরোধী চক্রান্ত কি ভাবে কাজ করেছে। যার দরুন আজকে হাজার কোটি টাকা ফাইন দিতে হচ্ছে। বাংলাতে পিঁয়াজ ৭০ টাকায় পৌঁছালেও এখনো সংবাদমাধ্যম মোদি আর দিদি নিয়ে পড়ে আছে। মোদি আর দিদির রাজত্বে জনগণের পয়সা লুট চলছে।'

যদিও সেলিমের বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন , 'দেশের মধ্যে সমস্যা নিয়ে সিপিএম কোনোদিন মাথা ঘামায় নি, এরা বরাবরই অন্য দেশে কি হল তাই

নিয়ে চিন্তিত। চিন সহ অন্যান্য বামপন্থী দেশের এক সময়ে এদের পেছনে সমর্থন ছিল, যা আজকে নেই। তাই এরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নাহলে ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা দলকে মানুষ চরম প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে তাদের বিধানসভাতে কোনো প্রতিনিধি নেই। এরা দিল্লি, মুম্বাই, পাটনাতে তৃণমূলের সঙ্গে মিটিং করে আর বাংলাতে এসে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব আওড়ায়। মানুষ খুব ভালো জানে কারা তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করে আছে। বিজেপি বিরোধী দল হিসেবে মানুষের সমর্থন পেয়েছে, তাই এরা বাংলার রাজনীতিতে জায়গা পাচ্ছে না বলেই এইসব বলছে।'

ভারত-বাংলাদেশের যৌথ তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারত-বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে তিনটি উন্নয়নের প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন। ১ অক্টোবর বুধবার এই তিনটি প্রকল্প ভারতের সহযোগিতাতে চালু করা হল। যার মধ্যে প্রথমটি হল এখরা - আগরতলা

ক্রস - বর্ডার রেল লিঙ্ক। দ্বিতীয় প্রকল্পটি হল খুলনা - মংলা পোর্ট রেল লাইন। তৃতীয় প্রকল্পটি হল মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প। যা কিনা যোগাযোগ ও শক্তির সুরক্ষাতে ওই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই তিনটি প্রকল্পের জন্য ভারত বাংলাদেশকে ৩৯২.৫২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। ১২.২৪ কিলোমিটার দূরত্বের এই ট্রেন লাইনটির মধ্যে ৬.৭৮ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ লাইন বাংলাদেশে রয়েছে, আর ত্রিপুরাতে ৫.৪৬ কিলোমিটার রয়েছে। খুলনা-মংলা বন্দর রেললাইন প্রকল্পটি ভারত সরকারের অধীনে ৩৮৮.৯২ কোটি টাকার মোট ব্যয় সহ ঋণের ছাড়পত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মংলা বন্দর এবং মংলা বন্দরের মধ্যে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ খুলনায় বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্ক। এর সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর মংলা ব্রড-গেজ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত।

পাশাপাশি মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পটি ১.৬ বিলিয়ন অর্থে ভারতীয় রেয়াতি অর্থায়ন প্রকল্পের ঋণের অধীনে নির্মিত হচ্ছে।

কয়লা ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে, অভিযোগ তুলে সরব মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশে কয়লা ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে দীপাবলিতেও দেশের অনেক অংশ নিষ্প্রদীপ থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে বাধ্য করতে এই কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে।' তবে অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের দেউচা-পাঁচামি খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করতে আরও বছর দুয়েক সময় লাগবে। চাহিদা মেটাতে তত দিন পর্যন্ত তাঁর সরকার কয়লা জোগাড় করবে। ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা জোগাড় করা রয়েছে। তাই অন্য রাজ্যে সমস্যা দেখা দিলেও বাড়তি চাহিদা স্বত্বেও এরাজ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট দেখা দেয়নি। রাজ্যের বিদ্যুৎ বিভাগকেও এর কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এ বছর বিদ্যুৎ দপ্তর সরকারকে ২০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ দিয়েছে। রাজ্যে আরও চার-পাঁচটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কথাও তিনি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে তৈরি হবে। কয়েকটি রাজ্য সরকার নিজেই তৈরি করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

কেন্দ্রের তরফে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে কয়লা উৎপাদনে ১২.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। কোল ইন্ডিয়ায়, উৎপাদন বেড়েছে ১১.৯০ শতাংশ। তার পরেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে চাহিদার ৬ শতাংশ কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতে বলেছে কেন্দ্র। আগামী বছর মার্চ পর্যন্ত বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে বলা হয়েছে। কয়লার চাহিদা অনুযায়ী জোগান নেই বলেই এমন নির্দেশ বলে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, ইন্দোনেশিয়া থেকে কম দামে কেনা কয়লা, ভারতে বেশি দামে বিক্রি করা নিয়ে অতি সম্প্রতিই অভিযোগে বিদ্ধ হন শিল্পপতি গৌতম আদানি। সেই নিয়েও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ছে কেন্দ্র।

দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্বে সফর শুরু করছে 'ভারত গৌরব' ট্রেন

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: ভারতীয় রেল ১৬ নভেম্বর দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে 'ভারত গৌরব ট্রেন সফর' শুরু করছে। আইআরসিটিসি-র দ্বারা পরিচালিত উত্তর-পূর্ব ভারত সফরে আসাম , অরুণাঞ্চল প্রদেশ , নাগাল্যান্ড , ত্রিপুরা এবং মেঘালয় রাজ্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই সফরে ডিলাক্স এসি টুরিস্ট ট্রেন থাকবে যাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়াও যাত্রী সুরক্ষাতে সিসিটিভি ক্যামেরা, রেল সুরক্ষা বল, ডাক্তারের সুবিধাও দেওয়া হবে বলেই জানান হয়েছে। আসামের গুয়াহাটি, শিবসাগর , জোরহাট এবং কাজিরাঙা, ত্রিপুরার উনাকোটি, আগরতলা এবং উদয়পুর, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর এবং কহিমা, মেঘালয়ার শীলং এবং চেরাপুঞ্জিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাত্রীরা গাজিয়াবাদ, আলীগড়, তুন্দলা, কানপুর এবং লখনৌ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে পারবেন। এছাড়াও রাত্রিনিবাসের জন্য এসি হোটেল, নিরামিষ খাওয়ার, পারিপার্শ্বিক স্থান দেখানো, যাত্রা বীমা সহ সব ব্যবস্থা করা হবে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য https//www.irctctourism.com/bharatgaurav তে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে। যাত্রীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেদের যাত্রার বন্দোবস্ত করতে পারবেন।

পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ ও সচেতনতায় এবার জিও ম্যাপিং-এর সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল কলকাতার ইন্টিগ্রেটেড ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যান্ড ইনফর্মেশন। এদের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই নদিয়ার দেবলগড় ও উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ের অবহেলিত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলির জিও ম্যাপিং ও ড্রোনের মাধ্যমে সেগুলির ফটোগ্রাফি ও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে । ড্রোনের সাহায্যে তারা অনুসন্ধান করছে ভূপৃষ্ঠে বা কাছাকাছি কোনও নিদর্শন আছে কিনা। তারপর তার

ছবি তুলে সেটির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।

যেসব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দরকার সেগুলির তালিকা তৈরি করে সরকারকে সেই বিষয়ে জানানোরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার নির্দেশক রাহুল চক্রবর্তী । তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবহেলিত পুরা নিদর্শনগুলি আমরা খুঁজতে শুরু করা হয়েছে। অনুসন্ধান করে যা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এতে ইতিহাস সংরক্ষণ ও সচেতনতার কাজ একই সঙ্গে হচ্ছে। এ বিষয়ে সোমবার কলকাতার ডানলপে এনিয়ে রাজ্যস্তরের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'জিও হেরিটেজ অ্যান্ড জিও আর্কিওলজি, এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর দুর্গা বসু বলেন, 'সুন্দরবন সহ উপকূলবর্তী এলাকায় অনেক সময়েই খোঁড়াখুড়িতে প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। কখনও কখনও স্থানীয়দের বাধার মুখে সেগুলি উদ্ধার করা যায় না, আবার কখনও সেসব নিদর্শন চোরাচালানকারীদের হাতে চলে যায়। তাই সেগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।' সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ডক্টর কল্লোল দাশগুপ্ত বর্ধমানের অম্বিকা-কালনার মন্দির ঐতিহ্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বলেন।

দেবগ্রাম দেবল রাজা পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সংঘের সম্পাদক ডক্টর বিশ্বজিৎ রায় বলেন, দেবলগড়ে অনেক পুরাতত্ত্ব নিদর্শন রয়েছে যেগুলি অবহেলিত। সেগুলি চিহ্নিতকরণে ও সংরক্ষণের জন্য তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Asma Khatun W/o Md. Hasem Mondal আমার সন্তানের Birth Certificate এ ভুলবশত আমার নাম Asma Bibi হয়ে আছে। গত ৩০.১০.২৩ তারিখে 1st Class J.M. at Barasat Court এর এফিডেভিটে Asma Khatun & Asma Bibi একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Tapan Duari S/o. Balai Chandra Duari ও Tapan Duari S/o. Lt. B. Ch. Duari of Bejpara, Barunanpara, Polba, Hooghly-712148 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Saraswati Banik Poddar স্বামী-Goutam Kumar Banik গত- ৩১/১০/২৩ তাং নবদ্বীপ নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে Saraswati Banik Poddar ও Saraswati Banik একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME
I, Arun Bhuwalka, S/o Late Daulat Bhuwalka residing at 16/1, Sriram Dhang Road, Salkia, Howrah-711106, do hereby Solemnly affirm and declare Before The Ld. Excutive Magistrate at Howrah 1st class court by Affidavit No. 82AB765934 Date 31st October 2023, That my actual name is Arun Bhuwalka. That I declare that Arun Kumar Bhuwalka, Araun Bhowalka and Arun Bhuwalka are the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Pravati Mridha, W/o Monoranjan Mridha Dayal Nagar, Nakashipara, Nadia. আমার পুত্র Dinabandhu Mridha, তার Passport No- T3570223, আমার নাম Lalmati Mridha ভুল আমার সমস্ত Document এ আমার নাম Pravati Mridha যাহা সঠিক ইং ১৭/১০/২০২৩ তারিখে বহরমপুর SDEM কোর্টের Affidavit বলে Pravati Mridha ও Lalmati Mridha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Md Jamal Uddin Molla S/O-Md Chand Ali Molla ঠিকানা- Vill-Ranganberia Shyampur, P.S-Magrahat, Dist-24Pgs(S). আমার কন্যা Rubina Parvin -এর সমস্ত শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশতঃ Jamal Molla থাকায় গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে ডায়মন্ডহারবার ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার নাম Md Jamal Uddin Molla ও Jamal Molla একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate at Chinsurah
Ref:- Act XXXIX Case no. 49/2021
Petitioner:-
Sri Samir Banerjee

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে Sri Ranjit Kumar Banerjee, S/O Late Kalicharan Banerjee, R/O Kamarpara Road, Panchanantala, P.S.- Chinsurah, Dist -Hooghly, গত ইংরাজীর ০৩/০২/২০১৯ তারিখে সাং-কামারপাড়া পঞ্চাননতলা,থানা -চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী ঠিকানায় পরলোকগমন করায় তৎত্যক্ত ব্যাঙ্ক অফ Punjab National Bank, Chinsurah Branch, Hooghly, তে দুইটি Fixed Deposit গচ্ছিত ৪৫,৩৮৯.০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন শত ঊননব্বই) টাকা প্রাপ্তির জন্য তাহার ভাইপো দরখাস্তকারী Sri Samir Banerjee, S/O Late Chira Kumar Banerjee, R/O Kamarpara Road, Panchanantala, P.S.- Chinsurah, Dist-Hooghly, উপরোক্ত আদালত উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তাহা দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে ।

এ্যাডভোকেট
Moumita Ghosh
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী

আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা নভেম্বর, ১৫ ই কার্তিক । বৃহস্পতিবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরি রবি র মহা দশা। বিংশোত্তরে মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : আজ বৃহস্পতিবার গ্রহ সংস্থান অনুসারে, বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের আনন্দের দিন। দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : ১৫ ই কার্তিক আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয়ে, বিশেষ চিন্তা। এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। প্রেমে অশান্তি। দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ। বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র মিষ্টি চাহুনি থাকবে, আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কূল।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জালন করুন, শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা :স্ত্র তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ বৃহস্পতিবার আজ শুভ দিন। আজ প্রপার্টি সম্পত্তি- বাস্তু-ভূমি- জমি- বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির। যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ কার্তিক মাসের বৃহস্পতিবার এর শ্রী চন্ডী পাঠ করুন। প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে। কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি- ভূমি- জমি- বাস্তু বিষয়, আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন। বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : বৃহস্পতিবার খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুর প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যায় বৃদ্ধি হবে। ক্রোধ আসবে মনে। বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের অতীব সতর্ক হয়ে, আজকের দিনটি পথ চলা উচিত। শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ বৃহস্পতিবার বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে। হলুদ পুষ্প। লাল পুষ্প। নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। অর্থপ্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন। আজ সারাদিন দুর্গা নাম করে, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন। পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন। বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন-- এতদিন। আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে। গৃহ বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, আজ বৃহস্পতিবার , দেবী চন্ডীর ঘট স্থাপন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি। পরিবারে যেন গুপ্ত শত্রুর, ষড়যন্ত্র দেখা যাবে। সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে- আপনার প্রতি। বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ। কথাবার্তায় তর্ক বিবাদের সম্ভাবনা। আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নাম করুণ। আজ বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ বৃহস্পতিবার যারা ঠান্ডা পানীয় জল-তরল-পদার্থ-কেমিক্যালের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত, রাহু কাল। বড় অর্থ লগ্ন না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : আজ বৃহস্পতিবার বাড়ি জমি-গৃহ-বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে। জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ নভেম্বর ১৫ কার্তিক, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

লোকসভা ভোটের আগে প্রকাশ খসড়া তালিকা, ভোটার বাড়ল প্রায় ২ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে, বাংলার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল । মঙ্গলবার তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম-কে নিয়ে সর্বদল বৈঠক করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বুধবারই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল। তাতে বাংলায় ভোটারের সংখ্যা বাড়ল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৯৫। তবে একই সঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে বহু নাম বাদও গিয়েছে।

বুধবার থেকেই শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। তার আগে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে ভুয়ো ও মৃত ব্যক্তিদের নাম বাদ দিয়ে ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতে সরব হয়েছিল বিরোধী দলগুলি। তার পরদিনই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হল। এই তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে বর্তমানে ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭২ জন। পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৪৬ জন। মহিলা ভোটার ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৪৪ জন। ওই তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা বাড়ল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৯৫ জন। ভোটার তালিকা থেকে প্রচুর নাম বাদও পড়েছে। অনেকের নাম ছিল একাধিক জায়গায়। বহু ক্ষেত্রে সংশোধন হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ১২৬

জন ভোটারের নাম। নতুন নাম উঠেছে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮২১ জন ভোটারের নাম উঠেছে তালিকায়। ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৯৫ জন। নভেম্বর ও ডিসেম্বর জুড়ে এই খ সড়া ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ ক্যাম্প করা হবে। তবে কালীপুজো, দেওয়ালি ও ছট পুজোর জন্য ১১, ১২ এবং ১৯ নভেম্বর ক্যাম্প করা হচ্ছে না। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৫ জানুয়ারি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে। নতুন নাম তোলার জন্য পূরণ করতে হবে ৬ নম্বর ফর্ম। অফলাইন এবং অনলাইন, দু'ভাবেই তা করা যাবে। অনলাইনে নাম তোলার জন্য লগইন করতে হবে https://voters.eci.gov.in ওয়েবসাইটে। রেফারেন্স নম্বর ও রাজ্যের নাম দিয়ে জানা যাবে অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস।

‘পুলিশ নাগরিককে হয়রানি করার জন্য কাজ করে না’

এসডিপিওকে ভৎর্সনা বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাদা কৃষ্ণেন্দু অধিকারীকে সাক্ষী হিসাবে ডেকে হেনস্তার অভিযোগ। ওই মামলায় পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার এসডিপিওকে ভর্ৎসনা করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিজের বেতন থেকে ওই জরিমানার টাকা দিতে হবে বলেও জানান বিচারপতি। কৃষ্ণেন্দুর দায়ের করা একটি মামলায় এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

যেভাবে মামলকারীকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে, তাঁর কাছ থেকে আয়করের হিসেব চাওয়া হয়েছে, তা পুলিশের উপযুক্ত কাজ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। চার বছরের পুরনো ওই মামলায় বিচারপতি বলেছেন, ‘এসডিপিও একজন চাকরের মতো কাজ করেছেন, নিজের অশোক চক্রের জন্য কাজ করেননি।’ পুলিশ আধিকারিককে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি।

২০১৭-১৮ সালে পল্লব দত্ত নামে কাঁথির এক বাসিন্দা অভিযোগ তোলেন, রাস্তার এলইডি লাইট লাগানোর ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে। এরপর এফআইআর দায়ের হয় ও তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মামলাকারী কৃষ্ণেন্দুর দাবি, মূল অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু চার বছর

আগের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিস পাঠায় পুলিশ। অভিযোগ, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় শেষ ১০ বছরের আইটি রিটার্ন জমা দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সাক্ষী হিসেবে ডেকে কেন আইটি রিটার্ন চাওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিলেন কৃষ্ণেন্দু। আজ বুধবার ছিল মামলার শুনানি।

সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন সাক্ষী হিসেবে ডেকে কীভাবে আইটি রিটার্ন চাওয়া হল? বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, একজন সাক্ষীকে হয়রানি ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। ‘পুলিশ কোনও নাগরিককে হয়রানির করার জন্য কাজ করে না’, নির্দেশে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি। নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আদালত অনুধাবন করতে ব্যর্থ যে কেন আইটি রিটার্ন দিতে হবে সাক্ষীকে। এটা স্পষ্ট যে প্রমাণের জন্য নয়, অন্য কোনও কারণে রিটার্ন চাওয়া হয়েছে। কিছু মেরুদণ্ডহীন পুলিশ প্রশাসনের কাজ।’ সেই সঙ্গে এগরার এসডিপিও অর্থাৎ মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে- পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন,তিনি একজন চাকরের মতো কাজ করেছেন। কৃষ্ণেন্দুকে দেওয়া নোটিস খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্টের নির্দেশ, আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও নোটিস দেওয়া যাবে না। কড়া পদক্ষেপও করা যাবে না তাঁর বিরুদ্ধে।

শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে বন্ধ ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে ফের উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে গেল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। উৎসবের মরসুমে মিল বন্ধে কর্মহীন হয়ে পড়লেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক। প্রসঙ্গত, শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ানোর অভিযোগ ঘিরে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল। অবশেষে জট কাটিয়ে ফের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে মিলে উৎপাদন চালু হয়। কিন্তু পয়লা নভেম্বর ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। অভিযোগ, কাজের চাপ বাড়ানোর অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল থেকে উইন্ডিং বিভাগের শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালনের ডাক দেয়। যদিও উইন্ডিং বিভাগ অচল হয়ে পড়ায় মিলের অন্যান্য বিভাগেও এর প্রভাব পড়ে। এদিন বেলায় কর্মবিরতিতে সামিল হওয়ায়

শ্রমিকদের সঙ্গে মিল কর্তৃপক্ষের লোকজনের তীব্র বচসা বাধে। এদিকে শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে মিল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে মিল চত্বরে আসে রাফ-সহ ভাটপাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে দীপাবলী ও ছট পুজোর আগে ফের মিল বন্ধে চরম হতাশায় শ্রমিক পরিবার। মিল শ্রমিক রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, উইন্ডিং বিভাগে কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ায় এদিন সকাল থেকে উইন্ডিং বিভাগের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। উইন্ডিং বিভাগ বন্ধের জেরে অন্য বিভাগেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে মিলে অচলতার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের দাবি, কাজের চাপ না বাড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে মিল চালানো হোক।

উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ল রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লেট ফাইন ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ল। আজ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফাইন ছাড়াই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম পূরণ করা যাবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানিয়েছে । তবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বাবদ ফি-ও জমা দিয়ে দিতে হবে। নাহলে যথারীতি লেট ফাইন ধার্য হবে বলে জানানো হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশনে এবার আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । চলতি বছরের ১৬ই অগাস্ট থেকে ১০ই নভেম্বরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের আধার নম্বর সংসদের পোর্টালে অনলাইনে আপডেট করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনও পড়ুয়া অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করাতে না

পারলে, ৩ থেকে ১০ই নভেম্বরের মধ্যে জরিমানা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে।

আচমকা চলন্ত ক্যাবে আগুন, দ্রুত নেমে বাঁচলেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এয়ারপোর্টের কাছে রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে আগুন । আচমকা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অ্যাপ ক্যাব। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন চালক-সহ যাত্রীরা। মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছে বাগুইআটির জোড়ামন্দিরের কাছে ভিআইপি রোডে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। এদিকে, আচমকাই এই ঘটনায় ব্যস্ত রাস্তায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বাগুইআটি থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল ওই অ্যাপ ক্যাবটি। অগ্নিকাণ্ডের সময় ক্যাবের মধ্যে চালক ছাড়াও ছিলেন তিন জন যাত্রী। হঠাৎই গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরতে শুরু করে। বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে চালক ও যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে আসেন। আর নিমেষের মধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে গাড়িটি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান চালক সহ যাত্রীরা।

এদিকে শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা ভিআইপি রোডে এই ঘটনার জেরে সাময়িক যানজট তৈরি হয়ে যায়। পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আগুন লাগার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও একটি ইঞ্জিন আসে। যদিও ততক্ষণে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল।

ঠিক কী কারণে আগুন লাগে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট জানা যায়নি। শর্ট সার্কিট থেকেই এই অঘটন ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে যেভাবে অ্যাপ ক্যাবটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, তাতে ক্যাবে থাকা যাত্রী তো বটেই পথ চলতি মানুষেরাও বড়সড় বিপদের মুখে পড়তে পারত। যদিও চালকের তৎপরতাতেই, সঠিক সময়ে যাত্রীদের ক্যাব থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছিল।

ইনসাফ যাত্রা ও ব্রিগেড সমাবেশের জন্য বামেদের ভরসা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইনসাফ যাত্রা ও ব্রিগেড সমাবেশের জন্য তহবিল গড়তে সিপিএমের যুব সংগঠন এবার ভরসা করতে চলেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। তবে, তৃণমূল সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর সঙ্গে এর যোগ নেই। আম জনতার বাড়িতে মাটির তৈরি এই টাকা জমানোর পাত্রগুলি রাখা হবে। সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ হলে এক মাস পরে যুব কর্মীরা আবার তা নিয়ে আসবে। মীনাক্ষী জানান, এই কর্মসূচির জন্য সংগঠনের চার হাজারের বেশি ইউনিট কমিটি কৌটো নিয়ে অর্থ সংগ্রহে নেমেছে। বাড়ি বাড়ি কৌটো দেওয়া হচ্ছে। নাম , ঠিকানা,ফোন নম্বর নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, যুব সংগঠনের কর্মীরা তাঁদের এক মাসের রোজগারের ১ শতাংশ অর্থ এই কর্মসূচির জন্য দেবেন। ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা ও তার শেষে ব্রিগেড সমাবেশে চাকরি প্রার্থীদেরও শামিল করা হবে বলে যুব সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

৭ জানুয়ারি এই ব্রিগেড সমাবেশ হবে। তার আগে ৩ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে হবে ‘ইনসাফ’ পদযাত্রা। ৩ নভেম্বর কোচবিহার শহর থেকে পদযাত্রা শুরু হবে। পদযাত্রা কলকাতায় এলে শেষে হবে ব্রিগেড সমাবেশ।

জগদ্দলে অশান্তির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের আটচালা বাগান রোডে মঙ্গলবার সন্ধেয় তৃণমূল নেতা দিগলেস সিংয়ের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে কুখ্যাত অপরাধী কালাবাবু ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজেও সেই হামলার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে জগদ্দল থানার পুলিশ ওইদিন রাতেই রাজা আনসারি ওরফে কালাবাবু ও তাঁর ভাই-সহ মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ওইদিন তৃণমূল নেতা দিগলেস সিং অনুগামীদের বিরুদ্ধেও মারধোর করার অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে দিগলেস অনুগামী দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্মক্ষেত্রে চালকের অবসরের দিনে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অধ্বস্তন কর্মীকে সম্মান করলে পাল্টা সম্মান, শ্রদ্ধাই যে পাওয়া যায় আর কারও তাতে সমাজে কারও ‘স্ট্যাটাস’ যে বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না, সেটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ সকলের কাছে তুলে ধরলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার।

আর, চাকরি জীবনের শেষ মুহূর্তে জিএম-এর কাছে এমন অভাবনীয় সম্মান পেয়ে চোখে জল ষাট বছরের কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলের চোখে। তিনি এতদিন মেট্রো রেলের গাড়ির চালক হিসেবে নিজের কাজ করেছেন। ৩১ অক্টোবর ছিল কর্মক্ষেত্রে তাঁর শেষ দিন। কর্মক্ষেত্রে শেষের সেই দিনেই কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন কার্তিকবাবুকে। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে রেড্ডিরই গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করেছেন কার্তিকবাবু। সেই কর্তার কাছে এমন অভাবনীয় সম্মান পেয়ে আনন্দাশ্রু কার্তিকের চোখে।

কার্তিকবাবু ছিলেন পাকা ড্রাইভার। তিনি স্টিয়ারিং ধরলে পিছনে বসা লোকজন নিশ্চিন্ত। কলকাতা মেট্রো রেলে গাড়ি চালক হিসেবে চাকরির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। চাকরি পেয়েও গিয়েছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবন কাটানোর পর সোমবার ছিল কর্মজীবনের শেষ দিন। সেই দিনটিই তাঁর মনের মনিকোঠার চিরজীবন রয়ে গেল। আর একইসঙ্গে মেট্রো কর্তার এই ভূমিকা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছে।

চাকরিক্ষেত্রে মেট্রোরেলের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল কার্তিতের উপর। বড় মাপের লোকজনের গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সর্তক থাকা যে অত্যন্ত জরুরি, তা বলে দিতে হয় না। দায়িত্ব বরাবর সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন কার্তিকবাবু। সেই কারণেই অফিসের লোকজন বরাবর ভরসা করতেন তাঁকে। ভালওবাসতেন। এমনকী, পি উদয়কুমার রেড্ডির সঙ্গে রোজ কাজে বেরোনোর সুবাদে দু'জনের মধ্যে বেশ সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলবার যেন সেই সম্পর্কেরই প্রতিফলন দেখা গেল। ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার কলকাতার মেট্রো রেল ভবনে কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়। সহকর্মীরা ফুলের তোড়া, উপহারে ভরিয়ে দেন তাঁকে। শেষ মুহূর্তে যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখনই দুর্দান্ত এক চমক অপেক্ষা করে ছিল তাঁর জন্য। মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেড্ডি কার্তিকবাবুকে প্রস্তাব দেন পিছনের আসনে বসার জন্য। জানান, এদিন রথের সারথি বদল হবে। এতদিন যাঁর জন্য তিনি রোজ কাজের শেষে নির্ভাবনায় বাড়ি পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁকেই তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

শুনে তো কার্তিকবাবু হতবাক, স্যার নিজে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন! রেড্ডি জানান, কার্তিকবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সময়ানুবর্তিতাকে সম্মান জানিয়ে এটুকু করতে চান তিনি। কুণ্ঠা কাটিয়ে শেষে পিছনের আসনে বসেন কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। স্টিয়ারিং ধরেন উদয়কুমার রেড্ডি। চাকরিক্ষেত্রে এমন সম্মান পেয়ে তখ ন আবেগে তাঁর গলা বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এতদিনের চেনা মানুষগুলো। দু'হাত জড়ো করে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন। তারপর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেড্ডি গাড়ি ছোটালেন তেলেঙ্গাবাগানের উদ্দেশে। সেখানেই বাড়ি কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলের।

বুড়িমার জীবনযুদ্ধের কাহিনি হার মানায় সিনেমাকেও

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বাজি ফাটান অথচ বুড়িমার নাম শোনেননি এমন লোক খুবই কম আছে। বুড়িমার চকলেট বোমের জুড়ি মেলা ভার ছিল একসময়ে। বর্তমানে শধবাজির সীমারেখা বেঁধে দেওয়ায় চকলেট বোম নিষিদ্ধ কিন্তু বুড়িমা এখনও চলছে রমরমিয়ে বিভিন্ন ধরনের আতসবাজির পসরা সাজিয়ে। বুড়িমার নাম অনেকেই শুনেছেন কিন্তু বুড়িমার এই নাম আর তাঁর এই ব্যবসায়িক সাফল্যের পিছনে যে রহস্য রয়েছে তা অনেকেরই অজানা। শুধু তাই নয়, এই বুড়িমার জীবনযুদ্ধের কাহিনী বহু সিনেমার গল্পকেও হার মানায়।

এখন আমরা যাকে বুড়িমা নামে চিনি বা বুড়িমার বোমের প্যাকেটে যার ছবি দেখতে পাই তার আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস। এই অন্নপূর্ণা দাস ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা। ১৯৪৮ সালে দেশভাগের সময় ভিটেছাড়া হয়ে চলে আসেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। ততদিনে মৃত্যু হয়েছে স্বামী সুরেন্দ্রনাথেরও। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের জলদিঘি সরকারি শরণার্থী শিবিরে এসে ওঠেন তিনি। তখন ছিলেন একেবারে নিঃসম্বল। এরপর শুরু হয় কঠিন লড়াই। দিন গুজরানের জন্য ছিল লড়াই যেন তাঁর ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গঙ্গারামপুরে বিড়ি বাঁধা থেকে সবজি বিক্রি নানা ভাবে দিন গুজরান

করতে হয় তাঁকে। এদিকে মোটামুটি যা তথ্য মিলছে তাতে অন্নপূর্ণাদেবীর ১৯৫২ সালে চলে আসেন বেলুড়ে। বেলুড়ের প্যারিমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে দোকান-সহ একটি বাড়িও কেনেন। সেখানে বিড়ির তৈরির সঙ্গে সঙ্গে আলতা, সিঁদুর, ঘুড়ি, দোলের রং, কালীপুজোর বাজির ব্যবসাও শুরু করেন। ঠাকুর বিক্রি থেকে রঙের ব্যবসা, এমনকী লজেন্সও বিক্রি করেছেন এই অন্নপূর্ণাদেবী। নিজে এইসব তৈরি না করলেও লাভ হতে লাগল বেশ ভালোই। এদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে এলাকার ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে ততদিনে তিনি পরিচিত হয়েছেন বুড়িমা নামেই। আর তার থেকেই অন্নপূর্ণাদেবী হয়ে গেলেন ‘বুড়িমা’। এরপর এক কালীপুজোয় ধার করা একশো টাকা দিয়ে নানা রকম বাজি কিনে দোকান সাজান। বিক্রিবাটা হলেও বাজি বিক্রির লাইসেন্স না থাকায় পুলিশ, গুঁড়িয়ে দেয় দোকান। তখনই জেদ চেপে যায় অন্নপূর্ণাদেবীর মাথায়। এর উপযুক্ত জবাব দিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন বাজির ব্যবসাই করবেন। তারপর যা হয়েছে তা ইতিহাস বললেও ভুল হয় না। বাজি বানানোর জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চান অন্নপূর্ণাদেবী। এর ক'দিন পরেই এক দুপুরে মেলে অনুমতিপত্র। অনুমতিপত্র হাতে পেতেই বাজি বানানো শিখলেন বাঁকড়ার আকবর আলির কাছে। প্রথম মরশুমেই বাজিমাত। সব বিক্রি হয়ে যায়। আকবরের ফর্মুলাতেই তৈরি হল ‘বুড়িমার চকলেট বোম’। এরপরে বুড়িমার তৈরি চকলেট বোম এতটাই বিখ্যাত হয়ে যায় যে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। হাতে কিছু টাকা আসায় নিজেই একটি কারখানা তৈরি করেন। আর এই অদম্য লড়াইয়ের জেরেই বাংলাদেশ থেকে আসা এই নিঃসম্বল নারীই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন এক সফল ব্যবসায়ী।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই ডানকুনি, তালবান্ধা এবং শিবকাশীতেও জমি কিনে কারখানা তৈরি করেন। এক সময় যাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তিনিই পঞ্চাশটি পরিবারকে বাড়ি বানিয়ে দেন। এখনও তার ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। বেলুড়ে রয়েছে তাদের কারখানা ও দোকান। সরকারি নিয়ম মেনে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাজির কারীগরদের নিয়ে আসেন এবং তৈরী করেন নতুন ব্র্যান্ড বুড়িমা। ছেলে সুধীরনাথও মায়ের এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। বিভিন্ন ধরণের আতসবাজি তৈরি করতে লাগলেন। বর্তমান ১৬/১ প্যারিমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বিরাট বাড়ির সর্বত্র বুড়িমা। শুধু বাজি ব্যবসাতেই থেমে থাকেননি। তিনি তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে একটি দেশলাই কারখানা খোলেন। বুড়িমার এই ব্যাবসা এখন তার নাতিরা চালান। বর্তমানে বুড়িমার ব্যাবসা শুধুমাত্র বাজি তৈরিতেই সীমাবদ্ধ নেই। বেলুড়ে তৈরি হয়েছে বুড়িমা মাল্টিজিম।

তবে কয়েক বছর আগে শধ দূষণের কারণে শধবাজি নিষিদ্ধ করা হয়। যার ফলে খুব একটা এখন দেখ া মেলে না বুড়িমার চকোলেট বোমের। তবে তাঁর কোম্পানি এতটাই বড় হয়ে গিয়েছে যে বর্তমানে বাজির দুনিয়ায় রাজত্ব করছেন তিনি। প্রতিবছরই সারা বাংলার হাজার হাজার ব্যবসায়ী তার সংস্থার থেকে বাজি কেনেন। এমনকি বাংলার বাইরেও তা রফতানি হয়। কারণ, কালীপুজো হোক বা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান অথবা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান, বাজি মানে বুড়িমার ছাড়া অসম্পূর্ণ।

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস নেতাজির মূল্যায়ন করে নি, একদমই ঠিক নয়

স্বাধীনতার পর নেহরু আইএনএ-র দুই সেনাধ্যক্ষ শাহনওয়াজ খান ও জগন্নাথ রাও ভোঁসলেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী করেন। নেতাজির সচিব আবিদ হাসান ও মন্ত্রী এস এ আয়ারকে রাষ্ট্রদূত করেন। আইএনএ-র সেনারা বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন। শাহনওয়াজ খান পণ্ডিত নেহরুর অনুরোধে রচনা করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজি শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর মুখবন্ধ লিখেছেন নেহরু নিজে। এটির বঙ্গানুবাদও আছে। স্বাধীনতার পর নেহরু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আইএনএ-র ইতিহাস লেখার জন্য নির্দেশ দেন। সেই মতো সেনাবাহিনী প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রতুল গুপ্তকে অনুরোধ করে এই কাজটি করার জন্য। তিনি তিন বছর শিমলায় থেকে এই কাজ সম্পন্ন করে পাণ্ডুলিপি জমা দেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন, প্রথম থেকেই সেনাধ্যক্ষ কারিয়াপ্পা এই নির্দেশের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। সামরিক আমলাতন্ত্রের চাপে এই বইটির প্রকাশনা বিলম্বিত হতে থাকে। নেহরুর মৃত্যুর পর এর প্রকাশ নিয়ে কেউ আর খোঁজ নেয়নি। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে নেতাজির সমগ্র রচনাবলি প্রকাশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নেতাজি রিসার্চ বুরোর উদ্যোগ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী এস এ আয়ার লেখেন দ্য স্টোরি অব দি আইএনএ। প্রকাশক কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। এই সংস্থাই প্রকাশ করে শিশির কুমার বসু লিখিত নেতাজির জীবনী। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন নেতাজির 'জয় হিন্দ' সম্বোধনের উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে। এটি এক সময়ে বহুল প্রদর্শিত ছিল। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে দেশের সংবিধান গৃহীত হয়। নেহরুর নির্দেশে নন্দলাল বসু ও ক্যালিয়োগ্রাফার প্রেমবিহারি রায়জাদা সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপিটির সচিত্র অলঙ্করণ করেন। তাতে মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি যাত্রা ও নেতাজির নেতৃত্বে আইএনএ-র 'দিল্লি চলো' অভিযানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আর কারও ছবি নয়। নেহরুর নিজের ছবি নেই। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ভারত সরকার আয়োজিত নেতাজির উপর প্রদর্শনীতে নেতাজির মাথার উপর নরেন্দ্র মোদীর ছবি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শাশ্বত কথা

জীব

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম-অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক - কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরোয় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূদ বীজ-- যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই । বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

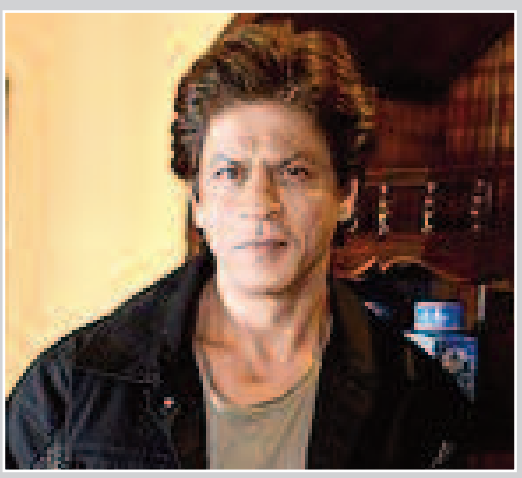

শাহরুখ খান

১৯৪১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ শৌরীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খানের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঈশা দেওলের জন্মদিন।*

সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয়তার অন্তরালে উপেক্ষিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় !

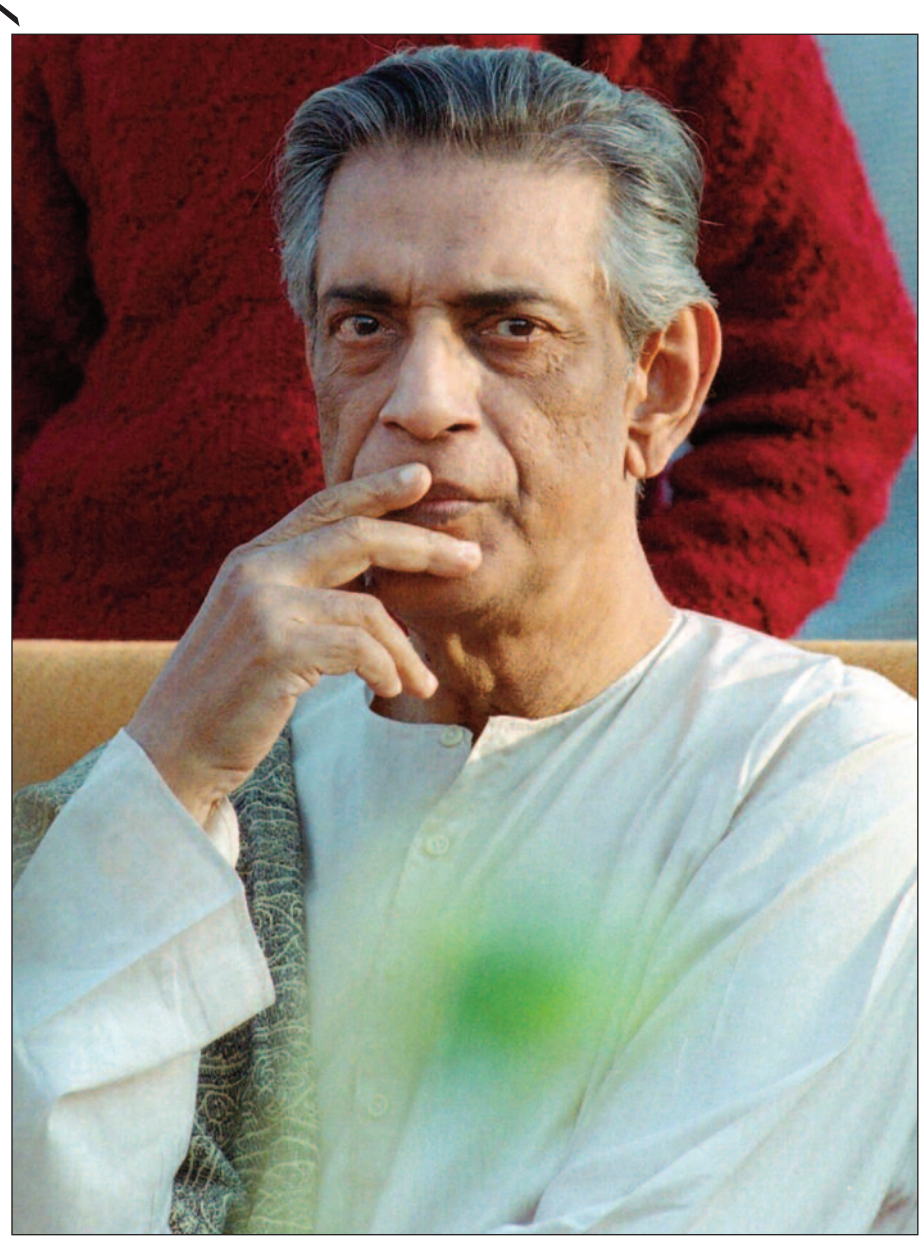

স্বপনকুমার মণ্ডল

অনেকের ধারণা সত্যজিৎ রায়ই বিভূতিভূষণকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। সত্য যে 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র রূপ প্রকাশের ফলে বিভূতিভূষণের সমাদর অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই সুদৃঢ় হয়েছিল। সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' যেমন অপুর পাঠশালায় যাওয়ার চোখ দিয়ে বাংলা সিনেমা দেখার চোখ ফুটিয়ে 'বই' দেখার পরিবর্তে 'সিনেমা' দেখার আস্বাদ এনে ক্লাসিক মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিল, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও শিশুমনের আলোয় দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যে কাহিনিহীন কবিত্বময় একটি অভিনব জীবনালেখ্য জোগান দিয়ে চিরশিশুর পাঠ-সরণিতে পরম জীবনানন্দের আস্বাদ এনেছিল। সত্যজিৎ যেমন 'পথের পাঁচালী'র পর 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' কিংবা 'অশনি সংকেত' প্রভৃতি সিনেমায় প্রথমের সমাদর ফিরে পাননি, বিস্তৃতিভূষণ পরে 'অপরাজিত' থেকে ইয়ামতী' পর্যন্ত ছোট-বড়দের মিলিয়ে ১৫টি মৌলিক উপন্যাস লিখলেও প্রথমের মতো সাড়া ফেলতে পারেননি। সেদিক দিয়ে 'পথের পাঁচালী'তেই সবচেয়ে বেশি শৈল্পিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেজন্য উভয় স্রষ্টাই 'পথের পাঁচালী'র প্রতি অত্যন্ত বেশিরকমের দুর্বল ছিলেন। বিভূতিভূষণ সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি জীবিতকালেই 'পথের পাঁচালী'র জন্য বিদেশেও অভিনন্দিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ড. এডওয়ার্ড টমসন 'পথের পাঁচালী'র বিশ্বজনীনতা বিষয়ে বিদেশে প্রচার করেছিলেন।

'পথের পাঁচালী'র দুই স্রষ্টা। একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন সত্যজিৎ রায়। দু'জনেরই প্রথম সার্থক শিল্প প্রয়াসই ছিল 'পথের পাঁচালী'। অবশ্য প্রথমজনের তুলনায় দ্বিতীয়জন অনেকবেশি উজ্জ্বল। তাই ২০০৫-এ দ্বিতীয়জনের 'পথের পাঁচালী'র পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে উৎসব মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল। আর সে বছরেই প্রথমজনের 'পথের পাঁচালী'র পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে উৎসবের কোনো বালাই-ই নেই। অথচ প্রথমজনই যথার্থ 'পথের পাঁচালী'কার। দুজনের পার্থক্য করার জন্য ইংরেজি দুটি শব্দের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভূতিভূষণকে 'পথের পাঁচালী'র Inventor বলা হলে সত্যজিৎকে বলতে হয় Discoverer। প্রথমজনের অক্ষরশিল্পের বিস্তৃত ছবিই দ্বিতীয়জনের চলচ্চিত্রশিল্পের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়ে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃত স্রষ্টার প্রশ্নে ভুল উত্তর পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সেজন্য অবশ্য বিভূতিভূষণপ্রেমীদের আক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য আক্ষেপের কারণ অন্য। যাঁর কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিৎ বাংলা চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কাহিনিকারই তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় ম্লান হয়ে গিয়েছেন। সেজন্য কিন্তু বিভূতিভূষণপ্রেমীদের কোনো আক্ষেপ ছিল না। তাঁদের আক্ষেপ অন্যত্র। 'পথের পাঁচালী'র কাহিনিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি বা না-পাওয়াতেই তাঁদের আক্ষেপ। এই আক্ষেপের যথেষ্ট যুক্তিও আছে। বিভূতিভূষণের একমাত্র আত্মজ সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভুতিভূষণের আদুরে নাম 'বাবলু') স্বয়ং এবিষয়ে আক্ষেপ জানিয়েছেন। এটা সত্য যে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রটির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কাহিনিকার হিসাবে বিভূতিভূষণকে স্মরণে বরণীয় করে তোলা হয়নি। অথচ তার প্রয়োজন ছিল।

অনেকের ধারণা সত্যজিৎ রায়ই বিভূতিভূষণকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। সত্য যে 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র রূপ প্রকাশের ফলে বিভূতিভূষণের সমাদর অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই সুদৃঢ় হয়েছিল। সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' যেমন অপুর পাঠশালায় যাওয়ার চোখ দিয়ে বাংলা সিনেমা দেখার চোখ ফুটিয়ে 'বই' দেখার পরিবর্তে 'সিনেমা' দেখার আস্বাদ এনে ক্লাসিক মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিল, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও শিশুমনের আলোয় দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যে কাহিনিহীন কবিত্বময় একটি অভিনব জীবনালেখ্য জোগান দিয়ে চিরশিশুর পাঠ-সরণিতে পরম জীবনানন্দের আস্বাদ এনেছিল। সত্যজিৎ যেমন 'পথের পাঁচালী'র পর 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' কিংবা 'অশনি সংকেত' প্রভৃতি সিনেমায় প্রথমের সমাদর ফিরে পাননি, বিস্তৃতিভূষণ পরে 'অপরাজিত' থেকে ইয়ামতী' পর্যন্ত ছোট-বড়দের মিলিয়ে ১৫টি মৌলিক উপন্যাস লিখলেও প্রথমের মতো সাড়া ফেলতে পারেননি। সেদিক দিয়ে 'পথের পাঁচালী'তেই সবচেয়ে বেশি শৈল্পিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেজন্য উভয় স্রষ্টাই 'পথের পাঁচালী'র প্রতি অত্যন্ত বেশিরকমের দুর্বল ছিলেন।

বিভূতিভূষণ সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি জীবিতকালেই 'পথের পাঁচালী'র জন্য বিদেশেও অভিনন্দিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ড. এডওয়ার্ড টমসন 'পথের পাঁচালী'র বিশ্বজনীনতা বিষয়ে বিদেশে প্রচার করেছিলেন। এছাড়া ড. শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় (ইনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন) লন্ডনের 'The School of Oriental and African Studies-এ অধ্যয়নকালে 'Indian Art and Letters'-এ 'Recent Trends in Bengali Literature' (১৯৪৩) নামক প্রবন্ধে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষত্বকে তুলে ধরেছিলেন। তাতে আলোচক লিখেছেন, 'Bibhutibhutionós treatment of Nature is characterised by a wealth of descriptive and introspective detail. Pather Panchali– is in a large measure– a poem in prose. It reavels not only the poetry of Nature but also the poetry of common life in rural Bengal' । সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণের কবিমনটি চিত্রিত হয়নি এবং তা হতে পারে না। বিভূতিভূষণ নিজেও এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেজন্য তাঁর 'সন্তান' ('পথের পাঁচালী') টিকে নিয়ে সিনেমা হতে পারে, এবিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনিও সাহিত্যচর্চা করতেন) দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও 'পথের পাঁচালী'র চিত্রস্বত্ব বহু অর্থের বিনিময়েও দিতে অস্বীকার করেছেন। একমাত্র 'সিগনেট প্রেস'-এর কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের কথায় সত্যজিৎ রায়কে সেদিন প্রত্যাখ্যান করেও শেষে রাজি হয়েছিলেন। তারপর ১৯৫৫-এর এপ্রিলে বিদেশে এবং আগস্টে দেশে (কলকাতায়) সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পায় এবং বিভূতিভূষণেরও মূল্যায়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যজিতের দৌলতে তাঁর নাম বিশ্বের সুধীজনের কাছে পৌঁছে গেলেও তাঁকে কতটা তুলে ধরা হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক থেকে গেছে। কারণ 'পথের পাঁচালী' সিনেমাটিতে উপন্যাসের শিশুমনের আলোয় দেখা রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য দারিদ্রের নিষ্ঠুর চিত্রশালায় হারিয়ে গেছে। তাই 'পথের পাঁচালী' সিনেমাটি বিদেশে সাড়া জাগানোর পরে অনুবাদে হয়েছে 'Song of the Road' এবং উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'The novel by Banerji– here translated for first time– also deserves to become a classic– and will be welcomed by the many thousands who saw the film. Here is the village life of India in its raw reality– as seen and experienced by the small brother and sister– Opu and Durga the terrible trials and joys. Literature offers few truer pictures of growing up 'Long Beach– 1.5.1969– U.S.A.'

সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র হুবুহু চিত্রায়িত রূপ নয়। সেজন্য প্রখ্যাত সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়েছে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা যা দেখতে পায় 'তাতে দারিদ্র্যের কঙ্কালটাকে ফলাও করে দেখানো হয়েছে, নিশ্চিন্দিপুর একটি পরিত্যক্ত পোড়ো জংলা গ্রাম, মানুষগুলো হতদরিদ্র আর রাজ্যের দারিদ্র্যে ধোলাই করা আরও হরিহর রায়ের পরিবারটি।' সেজন্য সমালোচকের ধারণা 'এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে বিদেশী পাঠকদের কেন এ ছবি ভাল লেগেছে।' তাই তার অনুসিদ্ধান্ত 'দেহের প্রাণ আর লাবণ্য বাদ দিয়ে শুধু নীরস কঙ্কালটাকে যদি দেহ বলা চলে, তবে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটিকে পথের পাঁচালী গ্রন্থ বলা যেতে পারে।' এই প্রসঙ্গ স্মরণীয়, সত্যজিৎ সিনেমাটিকে বই করে তুলতে চাননি এবং শুধু বিদেশে নয়, এদেশেও সিনেমাটি সমানভাবে সমাদৃত। আর সেই সমাদরের কারণ অবশ্যই দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠার জন্যও নয়। সত্যজিৎই এই সিনেমাটির মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেমার ঘরানা বদলে দিয়েছিলেন। ফলে চলচ্চিত্রটিও বাংলা চলচ্চিত্রের নান্দনিক দিকের একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে। তাই সত্যজিৎ উপন্যাসের প্রাণ ও লাবণ্য ছেড়ে সিনেমার শৈল্পিক প্রাণ ও লাবণ্যের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়েছিলেন।

'পথের পাঁচালী'র দুই স্রষ্টার দুই অভিনব সৃষ্টি।

বিভূতিভূষণ যেমন দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধহীন জীবনের প্রবাহকে অভিনব উপন্যাসের আদলে তুলে ধরেছেন, সত্যজিৎও সেই কাহিনিহীন জীবনপ্রবাহকে জীবন্ত করে ক্যামারাবন্দির মাধ্যমে আরেকটি শক্তিশালী শিল্পকর্ম গড়ে তুলেছেন। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে সেই শিল্পকর্মের আধার কিন্তু সেই উপন্যাসটিই। তাই আধারধারককে আঁধারে না রেখে আলোতে আনাই আমাদের কর্তব্য। শুধুমাত্র 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির জন্য নয়, সিনেমাটির জন্যও বিভূতিভূষণকে সত্যজিতের পাশাপাশি যথাযোগ্য সমাদরে স্মরণ করা প্রয়োজন। তাতে অবশ্য সত্যজিতের মান কণামাত্র কমবে না, বরং সত্য স্বীকারের জয়ে সত্যজিৎ নামটি আরও সার্থক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঋণ: বাংলা ও বাঙালি, ড. স্বপনকুমার মণ্ডল,
সংবেদন, মালদা, মে ২০০৭

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ট্রাইব্যুনালের জরিমানার নির্দেশ নিয়ে সিঙ্গুরবাসীরা কী বলছেন

বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর

১৫ বছর পর আবার নতুন করে শিরোনামে সিঙ্গুর। সৌজন্যে আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী, টাটাকে কারখানা করতে না দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে সুদ-সহ বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আসলের অঙ্কটা ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা। আবারও নতুন করে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে জটলা তৈরি হল, সুর চড়ল ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক চাষিদের। 'আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল' কী? কী তাদের কাজ? তা হয়তো ওত ভালো ভাবে বুঝতে পারেন না গ্রামের দেহাতি মানুষগুলো। কিন্তু একসময় ওঁদেরই কেউ সিঙ্গুর আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, আবার কেউ হননি। তাঁদের মত আজও ভিন্ন, এই নির্দেশের ফলে নতুন করে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে তাঁদের নিয়ে। আজ কী বলছেন তাঁরা?

সেখানকার মানুষদের দাবি, সিঙ্গুর এখন রাজনীতির ময়দান। সিঙ্গুরকে ব্যবহার করেছে বিগত দিনের সরকার আর এখনও রাজনীতির ময়দান হিসাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। তবে একটা বিষয়ে তাঁরা আজও একমত। তাঁদের দাবি, শিল্পের বিরোধিতা করে আন্দোলন হয়নি, আন্দোলন হয়েছিল কৃষি জমি বাঁচানোর দাবিতে। তাঁরা এখনও চান, সিঙ্গুরে শিল্প হোক।

তাঁদের আরও দাবি, তাঁরা চাষাবাদ করেই দিনযাপন করেন। ওত আইনি জটিলতা, আইনের মারপ্যাঁচ তাঁরা বোঝেন না আজও। তাই তাঁদের অনেকেই বলছেন, টাটাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারটা আইনি ব্যাপার, সেটায় বিশেষ কিছু বলার নেই। এক অনিচ্ছুক চাষি বলেন, 'আমরা জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু শিল্প চেয়েছিলাম। বামফ্রন্ট আসার আগে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ১ নম্বর ছিল। এখন তো ইনকিলাব জিন্দাবাদ করে সব বন্ধ করে দিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ অবৈধ। আমাদের আন্দোলন সফল হয়েছে। তবে সিঙ্গুরের লোকেরা এখনও বঞ্চিত। সব সরকারই মিথ্যাবাদী।'

নতুন করে আর কোনও বিতর্ক আন্দোলন চান না তাঁরা। তাই তাঁদের একাংশ বলছেন, সরকার আর শিল্পপতিদের ব্যাপার। তাতে সিঙ্গুরের কৃষক থেকে সাধরণ মানুষের কিছু যায় আসে না। এক ইচ্ছুক চাষি বলেন, 'আমরা তো চেয়েছিলাম শিল্প হোক। এখন যা পরিস্থিতি হল, চাষও আর হল না। শিল্পও হল না। বর্তমান যুব সমাজ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। সিঙ্গুর যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সব জমি নিজের নামে হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার চাষিদের ধাপ্পা দিয়েছে।' তবে সিঙ্গুরে শিল্প হলে প্রভূত উন্নয়ন হত, তা এক প্রকার স্বীকার করছেন সব পক্ষই।

রাজু ঝাঁ খুনের সাদা গাড়ি মিলল বিহারের হাজিপুরে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কয়লা কারবারি রাজু ঝাঁকে খুনের ঘটনায় ধৃত কুন্দন কুমার সিং ওরফে যাদবকে হেপাজতে নিয়ে একটি ব্রেজা গাড়ি উদ্ধার করল সিট। ঘটনার ৬ মাস পর উদ্ধার হল গাড়িটি। কুন্দনকে নিয়ে ২৬ অক্টোবর বিহারের হাজিপুরে যায় সিট। সেখান থেকে ব্রেজা গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজুকে খুনের পর খুনিরা ব্রেজা গাড়িতে চেপে বিহারে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে গাড়িটির নম্বর প্লেট বদল করা হয়। হেপাজতে থাকাকালীন কুন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম পেয়েছেন তদন্তকারীরা। যদিও তারা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তকারীদের কাছে কুন্দন মুখ খোলেনি। ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সোমবার কুন্দনকে ফের বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে আবারও হেপাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায়নি পুলিশ। ধৃতের হয়ে কোনও আইনজীবী এদিন দাঁড়াননি। বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়ে ১৩ নভেম্বর তাকে ফের আদালতে পেশের নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সিজেএম।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজু ঝাঁ খুনে ইতিমধ্যেই ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ। মামলাটি পঞ্চম অতিরিক্ত দায়রা আদালতে বিচারাধীন। এরই মধ্যে গত ২৯ আগস্ট নদিয়ার রানাঘাট থানার পুলিশ স্বর্ণবিপণিতে ডাকাতি করতে আসা কুন্দন সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় রাজু ঝাঁ খুনে কুন্দনের জড়িত থাকার কথা জানা যায়। এরপরই আদালতের অনুমতি নিয়ে রাজু ঝাঁ খুনের মামলার তদন্তকারী অফিসার কুন্দনকে সংশোধনাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এরপর তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য ১৮ অক্টোবর পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক। এরপর পুলিশ টিআই প্যারেডের আবেদন জানায়। আবেদনটি সিজেএম আদালতে পাঠিয়ে দেন পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক। সিজেএম তদন্তকারী অফিসারের আবেদন মঞ্জুর করার পর বর্ধমান সংশোধনাগারে কুন্দনের টিআই প্যারেড করানো হয়। টিআই প্যারেডে প্রত্যক্ষদর্শী তাকে শনাক্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে। টিআই প্যারেডের পর তাকে ১০ দিন হেপাজতে নেয় পুলিশ। হেপাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনে ব্যবহৃত ব্রেজা গাড়িটির হদিশ পায় তারা।

৮৫ বছর ধরে ইংরেজবাজার দুর্গাবাড়ি মোড়ে বিক্রি হচ্ছে

আজও যা চেটেপুটে খাচ্ছে আট থেকে আশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হালুয়ার নাম তো অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু এই মুখরোচক সুস্বাদু এই খাবার এখন মেলায় ভার। তবে মালদার ইংরেজবাজার শহরের আজও হালুয়া বিক্রি হয়ে আসছে। ইংরেজবাজার শহরের প্রায় ৮৫ বছরের পুরনো হাতে-গোনা মাত্র এই একটি দোকানে হালুয়া খেতেই সাতসকালে ভিড় করেন বহু মানুষেরা। ৮ থেকে ৮০ বিভিন্ন বয়সি মানুষেরা ইংরেজবাজার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাবাড়ি মোড়ে প্রতিদিনই সকাল থেকেই হালুয়া খাওয়ার জন্য রীতিমতো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় প্রায় পাঁচ কেজির সুজি, আটা ও ময়দা দিয়ে তৈরি মুখ রোচক হালুয়া। তার সঙ্গে বিক্রি হয় আবার ফুলকো লুচিও। যার জন্য খাদ্যপ্রেমিক মানুষের ভিড় উপচে পড়ে দুর্গাবাড়ির মোড়ে রাজকুমার দত্তের দোকানে।

বলাবাহুল্য, এক সময় পাড়ার দোকান থেকে বাজারে হাটে ব্যাপক বিক্রি হয়েছে হালুয়া। এখনো হয়তো অনেকেই বাড়িতে মাঝে মধ্যে হালুয়া তৈরি করেন। কিন্তু এই আধুনিক বাজারে কোথায় হালুয়া বিক্রি হচ্ছে শুনতে হয়তো অনেকের অবাক লাগে। কিন্তু মালদার ইংরেজবাজার শহরে একটি মাত্র দোকানেই এখন হালুয়া বিক্রি হয়। এই দোকান প্রায় ৮৫ বছরের পুরনো। দেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই বর্তমান দুর্গাবাড়ি মোড়েই রয়েছে এই হালুয়ার দোকান। একসময় বিভিন্ন মিষ্টি বিক্রি হত এই দোকানে। তবে এখন হালুয়ার জন্য বিখ্যাত এই দোকান। হালুয়ার সঙ্গে লুচি ও সবজি বিক্রি হয়।

ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীর সদরঘাট একসময় জনবহুল এলাকা ছিল। নৌকোয় করে তখন নদী পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। সেই সময় সদরঘাট রাস্তার ধারে এই মিষ্টির দোকান খুলেছিলেন স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ দত্ত। বাবার কাছ থেকেই হালুয়া তৈরি শিখেছিলেন রাজকুমার দত্ত। এখন রাজকুমার বাবুর বসয় ৬৬ বছর। এই বয়সে একা হাতে দোকান সামলাতে হয়। তিনি এই দোকান চালাচ্ছেন প্রায় ৫০ বছর ধরে। এখন মিষ্টি আর বিক্রি হয় না। শুধুমাত্র হালুয়া, লুচি ও সবজি বিক্রি হয়। অনেকে লুচির সঙ্গে হালুয়া খান। আবার অনেকেই শুধু হালুয়া কেনেন। বর্তমানে ৩০০ টাকা কেজি দরে এই হালুয়া বিক্রি হচ্ছে।

তিন যুবক সহ চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুরির অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিনজনের নাম সুরজিৎ ঘোষ ওরফে বরকা, বাবলু বাগ এবং শান্তনু দাস ওরফে শানু। ধৃতদের মধ্যে দুজন সিংহিবাগান এলাকার বাসিন্দা এবং একজন চুঁচুড়ার পেয়ারা বাগান এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরি যাওয়া বাইকে চুরি করেই পালাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা। সিসিটিভি দেখেই তাঁদের চিহ্নিত করে ফেলে পুলিশ। তারপর ধাওয়া করে একেবারে ফিল্মি কায়দায় ধরা পড়ে যান তিনজন। হুগলির চুঁচুড়া থানার পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে সোমবার রাতে। তাঁরা ওই বাইক নিয়ে কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়ার লঞ্চঘাট এলাকায় একটি বাইক চুরির অভিযোগ হয়। অভিযোগ, বাইকটি এক জায়গায় রেখে, কিছুটা দূরেই নিজের কিছু কাজ করছিলেন বাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার সরোজ। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে গিয়ে দেখেন, সেই জায়গায় তাঁর বাইকটি নেই। খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে বুঝতে পারেন বাইকটি চুরি হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রদীপবাবু।

তাঁর অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শহরের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চুঁচুড়ার সিংহিবাগান এলাকায় তল্লাশি শুরু করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া বাইকটি নজরে পড়ে যায় তাদের। দেখা যায়, তিন যুবক ওই বাইকটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। বাইকের পিছনে তাড়া করে পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া করে চুঁচুড়া স্টেশন পার করে সিমলা পুলের কাছে তিন যুবক সহ বাইকটিকে পাকড়াও করে পুলিশ।

সংশোধনী

স্নেহতাঙ্গ ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের 'ফর্ম-এ' অধীনে ২৬.১০.২০২৩ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : ০২.১১.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে পড়তে হবে "০৩.১১.২০২৩" তারিখ। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)

জয় অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**জয় অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১১.১১.১৯৯৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	CIN - U74140WB1993PTC060702
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন, ৮ম তল, রুম নং ১১ এবং ১২, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৪.০৫.২০২৩ (আইবিবিআই ওয়েবসাইটে ফর্ম এ-তে উল্লিখিত)
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	লিকুইডেশনের শুরুর তারিখ : ০৯.১০.২০২৩ এনসিএলটি ওয়েবসাইটে অর্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ১৯.১০.২০২৩ লিকুইডেটরকে অবগত করার তারিখ ৩০.১০.২০২৩
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী অনুপ কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা** ৫ম তল, ফ্ল্যাট ৪এ, বিদ্যারাজ নিকেত, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্কের নিকট, কলকাতা ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল আইডি :** anup_sing@stellarinsolvency.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**যোগাযোগের ঠিকানা (অফিস) :** স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, স্যুট - ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল আইডি :** jaiannanya.cirp@gmail.com **যোগাযোগ নং :** ০৩৩ ৪৮০১ ৭৭৭৪/৯৮৩০৭২৬৫৫৪
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৮.১১.২০২৩** অর্থাৎ এনসিএলটি ওয়েবসাইটে নির্দেশ সংযুক্ত করার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **জয় অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ০৯.১০.২০২৩ এবং এনসিএলটি ওয়েবসাইটে অর্ডার আপলোডের তারিখ ১৯.১০.২০২৩ এবং লিকুইডেটরকে অবগত করার তারিখ ৩০.১০.২০২৩।**

জয় অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৮.১১.২০২৩** তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
শ্রী অনুপ কুমার সিং
মেসার্স জয় অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টস প্রা. লি.-লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত

তারিখ এবং স্থান : ০২.১১.২০২৩, কলকাতা রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN L36900WB1952PLC020274

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের অন্তর্বর্তীকালীন সম্ভাব্য ডিভিডেন্ড ঘোষণার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে ৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।

আরও অবগত করা হচ্ছে, শুক্রবার ১০ নভেম্বর ২০২৩ শেয়ার হোল্ডারগণের ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য 'রেকর্ড ডেট' নির্ধারণ করা হবে, ৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় ঘোষণা সাপেক্ষে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(ইউ চক্রবর্তী)
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
প্রয়োগ আধিকারিক

তারিখ : ১ নভেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

M/s. PENGUINE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

Liquidator's Address: 8, N. N. Mukherjee 3rd Lane Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal

The following Assets and Properties of M/s. PENGUINE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN U51900WB2010PTC151549 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through E-Auction on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

Asset Description	Manners of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	Reserve price Rs.	EMD Amount & Documents submission dead line (Rs.)
All the Assets of the Corporate Debtor comprising of Financial Assets	As a going concern	Before 28th November, 2023	01st December, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each	20,000	2,000 & on or before 29th November, 2023

1. Interested Applicants may refer to the COMPLETE E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-auction, E-auction Bid Form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at Linkstar Infosys Private Limited's website: https://www.eauctions.co.in or through E Mail: admin@eauctions.co.in.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the Bid without giving any reason. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: www.eauctions.co.in interested Bidders are requested to visit the abovementioned website and submit a Bid.
4. EMD should be paid by Demand Draft/Electronic Transfer only.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289

Date : 02.11.2023
Place : Kolkata

পুকুর ভরাট করে বেআইনি বাড়ি তৈরির অভিযোগে তৎপর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুকুর ভরাট করে বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার ৩৩নং ওয়ার্ডে। বর্ধমান পুরসভার কাছে বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরির অভিযোগ আসার পরই তৎপর হয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গায় পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে, এমনকি বাড়িটি প্রায় দোতলার কাজও চলছে জোরকদমে। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুরসভার চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দেন। পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, আপাতত এই বাড়ির কাজ বন্ধ করা হয়েছে। যিনি মালিক তাঁর কাছ থাকা সমস্ত জায়গার প্রমাণপত্র জমা করতে বলা হয়েছে। সব সঠিক আছে কিনা দেখে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্যদিকে ওই বাড়ির মালিক শেখ মকবুলের দাবি, তিনি কোনও বেআইনি ভাবে বাড়ি নির্মাণ করছেন না। সমস্ত কাগজপত্র আছে এবং যে পুকুরটি রয়েছে সেটি আলাদা দাগ নম্বর এবং যেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেটি আলাদা দাগ নম্বর। পুকুর ভরাট করে কোনও কিছু করা হচ্ছে না বলেও তিনি দাবি করেছেন।

এসবিআই আরএসিসি আমতলা ব্রাঞ্চ (৬২৯৭৫)
মুর্শেদ মার্কেট, আমতলা, ডায়মন্ড হারবার রোড,
পো. কন্যানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৫০৩, ইমেল : sbi.62975@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮ (১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. - 39602944186 (HBL)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জয়রামপুর শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের (২০০২-নং ৩) ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শুভজিৎ দাস, পিতা শৈলেন দাস, ১৬৫/সি, ডায়মন্ড হারবার, পশ্চিম বরিষা, থানা - ঠাকুরপুকুর, পিন - ৭০০০৬৩**-কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩২,৫৭,১৪৬.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা ২৬.০৬.২০২৩ অনুযায়ী, এবং পুঞ্জীভূত সুদ সহ। চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩১ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জয়রামপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৩২,৫৭,১৪৬.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা ২৬.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং -১-০৩০৯৩-২০২০ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৩-২০২০, পৃষ্ঠা ৭৮১৭৪ থেকে ৭৮২০২, দলিল নং : ১৬১৩০৩০৯৩-২০২০ সালের

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩.৩০ ডেসিমেল সমপরিমাণ ০২ কাঠা এবং তদস্থিত তিনতলা বসবাসের ভবন ১০২০ বর্গফুট তৃতীয় তলে, মৌজা- সামালি, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ৯৩, পরগনা-মাগুরা, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৩০৮, আরএস দাগ নং ১৭৯৭, থানা এবং এডিএসআরও- বিষ্ণুপুর, রাসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সম্পত্তি শুভজিৎ দাস, পিতা শৈলেন দাস এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** ইমান আলি মন্ডলের সম্পত্তি, **পূর্বে :** সুলেখা সাঁপুই এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** প্রবীর কুমার সাহার সম্পত্তি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩১.১০.২০২৩
স্থান - আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর,
জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]

যেহেতু,

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের **১৩(৪) ধারা** এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কল্যাণ দাস** পিতা শ্রী হারাধন দাস, ৪৩ এমএম ফিডার রোড, আড়িয়াদহ, কামারহাটি, থানা - বেলঘরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৭ লোন এ/সি নং : **(এইচবিএল)** ৩৮৪১৭৬০৩৩১৪ **(এসবিআই সুরক্ষা)** ৩৮৪১৭৬৩৪৪৬৭ **(এইচবিএল-টপআপ)** ৩৯৮৮৯৮৭৮৯১৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ ১২ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- আড়িয়াদহ কামারহাটি, জেএল নং-১, আরএস নং -১২,তৌজি নং ১৭৩, দাগ নং ৫৬৭১, খতিয়ান নং- ৯১৯, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪২৭, ওয়ার্ড নং ১০, কামারহাটি পৌরসভা অধীন, থানা-বেলঘড়িয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, এবং পূর্ব দিকে ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত, দলিল নং ১৫২৬০১৯০৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং- ১৫২৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৪২১৬ থেকে ৪৪২৩৩-২০১৮ সালের। এডিএসআরও-কাশীপুর দমদম। সম্পত্তি **শ্রী কল্যাণ দাস,** পিতা শ্রী হারাধন দাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪৩ নং এম এম ফিডার রোড সম্পত্তি দানকারী, দক্ষিণে : মানিক দাস এর সম্পত্তি, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : সোমনাথ বসাকের সম্পত্তি সমন্বিত।	**ক) ৩০.১০.২০২৩ খ) ২২.০৮.২০২৩ গ) ২১,৯৫,৩৯৮.০০ টাকা (একুশ লাখ পঁচানব্বই হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা)** ১৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী** পিতা সুবোধ কুমার চক্রবর্তী এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সঞ্চয়িতা সান্যাল চক্রবর্তী** স্বামী শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী, ১৯/১, ডি.এন চ্যাটার্জি রোড, অমরাবতী, পো. সোদপুর, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০ লোন এ/সি নং : **(এইচবিএল)** ৩১৭৮৯৯৪৬২৫৫ **(এসবিআই সুরক্ষা)** ৩১৭৯০০৩৮১২৫ **(এইচবিএল-টপআপ)** ৩৪৯৭৩৩৬৭৪৭১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩, অবস্থিত দক্ষিণ-উত্তর-পশ্চিম দিকে ২য়তল, প্রেমিসেস পরিচিত 'আর আর রিয়েলটি' পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট , মৌজা-সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, সিএস দাগ নং ৩৬৪, আরএস দাগ নং ৩৬৪/১৯১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৫২ এবং ৬২১, নতুন খতিয়ান নং ১৯৯১, (সংশোধিত) পুর হোল্ডিং নং ১৫৭, অমরাবতী, ওয়ার্ড নং ১৭, পানিহাটি পুরসভা অধীন অবস্থিত ১৯/১, ডি এন চ্যাটার্জি রোড, অমরাবতী, পো-সোদপুর, থানা- খড়দা,জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০, দলিল নং ০৫৮৯৭, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৭৮৭ থেকে ১৮১৪ -২০১১ সালের, এডিএসআরও -বারাকপুর। **সম্পত্তি ১) শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী** পিতা সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, **২) শ্রীমতি সঞ্চয়িতা সান্যাল চক্রবর্তী,** স্বামী শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি** : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অমিত কুন্ডু, দক্ষিণে : শ্রী রতন কর এর ভবন, পূর্বে : শ্রী রতন ভট্টাচার্যর ভবন, পশ্চিমে : শ্রী অশোক ব্যানার্জি এবং শ্রী মুকুল ব্যানার্জির ভবন সমন্বিত।	**ক) ৩০.১০.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৬,২৭,৯৭৪.৮৭ টাকা (ছয় লাখ সাতাশ হাজার নশো চুয়াত্তর টাকা এবং সাতাশি পয়সা)** ০১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩০.১০.২০২৩
স্থান - ব্যারাকপুর, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর

গোঘাটে শুরু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের সহযোগিতায় গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সূচনা হল বুধবার। মূলত গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ব্লকের সমস্ত এলাকায় যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হবে। তারপর সেই বর্জ্য পদার্থকে সার তৈরির উদ্দেশ্যে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়। এই প্রকল্পের উদ্বোধন হয় আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষীনি ইর হাত ধরে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিডিও সম্রাট বাগচি, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়, সহ-সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজাসহ অন্যান্য জন প্রতিনিধি।

উল্লেখ্য, আবর্জনা, রাবিশ বা জঞ্জাল, ভাঙা-নষ্ট পাত্র, প্লাস্টিক দ্রব্য, ধাতুর খাদ, ছাই, মেডিক্যালে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জৈব দ্রব্য বর্জ্যকে কঠিন বর্জ্য হিসেবে ধরা হয়। পচনশীল বর্জ্যগুলিকে সারে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা করা হবে। আর এই কাজগুলি করতে চলেছে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েতগুলি। এখানে ৫টি গ্রামের অন্তর্গত বাড়িগুলি থেকে বর্জ্য নিয়ে আসার জন্য ৩টি টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান গোঘাট ১ নম্বর ব্লক সভাপতি বিজয় রায়।

গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচি বলেন, 'এর আগেও গোঘাট পঞ্চায়েত নির্মল স্বচ্ছ পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। এর পরেও এই পঞ্চায়েত যেন নির্মল পঞ্চায়েতের স্বীকৃতি পায় সেই প্রচেষ্টাই করছি আমরা সকলে।' অপরদিকে এই সম্পর্কে সুভসিনী ই বলেন, '৫ টি গ্রাম থেকে বর্জ্য তুলে পৃথকীকরণ এবং কম্পোস্টিং করার পদ্ধতি আজ অর্থাৎ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে। এই পদক্ষেপে আমরা সকলেই খুশি। সবমিলিয়ে পরিছন্নতার পরিচয় যত্রতত্র আবর্জনা নয়। সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক প্রকৃতির হাত ধরে।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে হুগলি জেলার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হল বলা যায়।

বিনা নোটিসে ছাঁটাই শ্রমিকরা কাজে যোগের প্রতিশ্রুতিতে বিক্ষোভ তুললেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কোনও কারণ ও নোটিস ছাড়াই ৭২ জন ঠিকা শ্রমিককে ছাঁটাই করার অভিযোগে প্রতিবাদে কাঁকসার গোপালপুরের একটি বেসরকারি কারখানার সামনে বুধবার ভোর ৫টা থেকে কারখানার গেটের সামনে প্ল্যাকার্ড-পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভে বসেন। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ কাঁকসা থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। বৃহস্পতিবার থেকে শ্রমিকরা পুনরায় কাজে যোগ দেবে এমনই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেই বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন শ্রমিকরা। একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন শ্রমিকরা। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা সকলেই তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটি ইউসির সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দা বলে দাবি। যাদের মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের। শ্রমিকদের অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই এবং আগে থেকে নোটিস না দিয়েই আচমকা ১ নভেম্বর থেকে কাজ থেকে বসিয়ে

দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এই ঘটনায় অন্যান্য কারখানার ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো তাদের ভাগ্যেও ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে আসতে পারে আগামী দিনে। বেসরকারি ওই ইস্পাত কারখানার কাজ হারানো শ্রমিকদের দাবি, তাঁদেরকে অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ করা হোক কিন্তু তাদের ছাঁটাই করা চলবে না। তাঁদের কাজ ফিরিয়ে না দিলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এক শ্রমিক ডালু টুডুর দাবি, কারখানায় স্থায়ীভাবে কাজ করছিলেন। কোনও নোটিস ছাড়াই কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাষের জমি দিয়েছিলাম কাজ পাব বলেই। আজ ভিন রাজ্য গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড থেকে শ্রমিক এনে কাজ করানোর চক্রান্ত করছে মালিকপক্ষ। কিন্তু তাঁরা তা হতে দেবেন না। তাঁরা এই কারখানার গেটেই বসে থেকে আন্দোলন করবেন। কাজ চলে গেলে সংসার চালাবেন কী করে? প্রয়োজন হলে কারখানার গেটে আত্মহত্যা করবেন কিন্তু কারখানার গেট ছেড়ে যাবেন না বলেই স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

ভুপেন রজক বলে এক শ্রমিকের দাবি, আচমকাই কাজ থেকে বসিয়ে দিয়েছে। এখন কোথায় কাজ পাবেন। আসলে কারখানা কর্তৃপক্ষ লুকিয়ে ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের নিয়ে আসছে কারখানায় কাজ করানোর জন্য। তাই তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এর শেষ দেখেই ছাড়বেন বলে দাবি তাঁর। ঘটনার কথা জানতে পেরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে লেবার কমিশন,মহকুমা শাসক, কাঁকসার বিডিও, কাঁকসা থানা ও বেসরকারি ওই কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ওই ৭২ জন শ্রমিক যাতে পুনরায় কাজ ফিরে পায় তার দাবি জানানো হয়েছে।

এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাদের মতামত পাওয়া যায়নি। অপর দিকে শ্রমিকদের আন্দোলনের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার জমি থেকে সামগ্রী লুঠের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: ২০১৬ সালে শীর্ষ আদালত সিঙ্গুরের জমি চাষবাসের উপযোগী করে কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে বলার নির্দেশের পর টাটা গোষ্ঠীর নির্মীয়মাণ ন্যানো কারখানা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় কারখানার কাজের বিভিন্ন সামগ্রী সিঙ্গুরের ওই মাঠেই পড়েছিল। যেমন লোহার রড, টিনের শেড, ক্যানেল পাইপ কিংবা কারখানার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী। সেসব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই দাবি। এখন শুধু মাঠজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বালি-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাথরের মতো শক্ত ড্যালা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কোথায় গেল এই যে গাদা গাদা লোহার রড, টিনের শেড, পাইপ? স্থানীয় সূত্রে খবর, যে পরিমাণ সামগ্রী এই মাঠে পড়েছিল, তার বাজারদর আনুমানিক প্রায় কয়েক কোটি টাকা।

সিঙ্গুরের এই জমি থেকে কোটি কোটি টাকার এই সব সামগ্রী দেদার লুঠ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। সিঙ্গুর আন্দোলনে অনেকটাই ভূমিকা ছিল সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে এখন আর সে ভাবে দেখা যায় না বর্ষীয়ান মাস্টারমশাইকে। সেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন, সিঙ্গুরের এই জমি থেকে খুলে লুঠ হয়েছে কারখানার সামগ্রী। সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই বলছেন, 'বিপুল পরিমাণ চুরি হয়েছে। কারা চুরি করেছে সেটা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় লোকেরাই হোক বা বাইরের ব্যবসায়ী হোক প্রচুর পরিমাণে জিনিস চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। বমাল চুরি ধরেও আমরা প্রতিকার চেয়েছিলাম, তখন আমি মন্ত্রীও ছিলাম কিন্তু কোনও প্রতিকার হয়নি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই এলাকায় চুরির উপদ্রব ঠেকাতে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপও করা হয়েছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল এলাকায়। কিন্তু তারপরও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলেই অভিযোগ। হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপির যুব মোর্চার সদস্য সৌমিত্র পাখিরা এই নিয়ে রাজ্যকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, এখানে যখন শিল্প তৈরি হয়, সেই সময় চুরি হয়। শিল্প চলাকালীন শ্রম চুরি হয়। আর শিল্প যখন পাততাড়ি গুটিয়ে নেয়, তখন রড-ইট-পাথর-কাঠ সব চুরি হয়। যদিও বর্তমানে সেখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য দায় ঠেলছে বাম জমানার দিকেই। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা দুধকুমার ধারার দাবি, যদি চুরি হয়ে থাকে, তা হলে যে সময়ের ঘটনা তখন তো এখানে সিপিএম ছিল।

৬৮তম বর্ষে পা পুরুলিয়ার, নানা অনুষ্ঠানে দিনটি পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তি ঘটে। সেই হিসেবে বুধবার ৬৮তম বর্ষে পা রাখল পুরুলিয়া জেলা।

বুধবার দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয় পুরুলিয়ায়। জেলার মানভূমের ভাষা আন্দোলনে পুরুলিয়া শহরের তেল কল পাড়ায় অবস্থিত শিল্পাশ্রমের ছিল বিরাট ভূমিকা। এখান থেকেই সারা মানভূম জুড়ে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। জেলার এই শিল্পাশ্রমে পা রেখেছেন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড রাজেন্দ্র প্রসাদ, চিত্তরঞ্জন দাস সহ বহু মনীষী। শিল্পাশ্রমে গিয়ে এদিন ভাষা সেনানিদের শ্রদ্ধা জানান পুরুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালি। তিনি বলেন, 'এই শিল্পাশ্রম একটা ইতিহাস। এখানে বহু মনীষী পা রেখেছেন। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এখানে। আমরা চেষ্টা করছি শিল্পাশ্রমকে সংরক্ষণ করে আরও উন্নত করার। কিন্তু কিছু নিয়মকানুনের জন্য তা আটকে রয়েছে।' এদিন শিল্পাশ্রমে গিয়ে লোক সেবক সংঘের সচিব সুশীল মাহাতোকে সংবর্ধনা জানান নব্যেন্দু মাহালি।

উল্লেখ্য, আগে মানভূম নামে এই জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই তৎকালীন মানভূম জেলায় বাংলাভাষার জন্য শুরু হয় আন্দোলন। কলকাতা পর্যন্ত পদযাত্রা করেন ভাষা সেনানিরা। তাঁদের অনেকেই কারাগারে বন্দি হন। শেষ পর্যন্ত মানভূম জেলার ১৬টি থানা পুরুলিয়া জেলা নামে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইএসএফ নেতাকে জেরা করে রাইফেল, গুলি সহ ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অস্ত্র কারবারি আইএসএফ নেতার সূত্র ধরে আরও এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করল হাড়োয়া থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, তাদের হেপাজতে থাকা আইএসএফ নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন এই অস্ত্র বিক্রেতার খোঁজ পেল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ। ধৃতের নাম স্বপন সর্দার। ধৃত স্বপনকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বুধবার ভোর রাতে মিনাখাঁর এসডিপিও আমিনুর ইসলাম হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তাপস ঘোষের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে সোনাপুকুর-শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলগাছি গ্রামে স্বপন সর্দার বলে ওই অস্ত্র বিক্রেতাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ভাঙরের আইএসএফ নেতা খোরশেদ মোল্লাকে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে হাড়োয়া ও ভাঙর থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী স্বপন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্বপন পেশায় বাউল শিল্পী। এর সঙ্গে আইএসএফ নেতার কী যোগসূত্র আছে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তার কাছে উদ্ধার হয়েছে দু'টি রাইফেল। কিছুদিন আগে হাড়োয়ার শালিপুর এলাকায় ওই আইএসএফ কর্মী অস্ত্র বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল গ্রামবাসীদের কাছে। হাড়োয়া থানার পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল তাকে। স্বপনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে এইগুলি খোরশেদ মোল্লার কাছ থেকে কিনেছিলেন।

মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃতার নাম আইভি সাহা পাল। ৩২ বছর বয়সি আইভি পাল পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। বুধবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে নিজের একটি ঘরে শুয়ে পড়েন ওই মহিলা। পরে মধ্যরাতে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মৃতার স্বামী রেল পুলিশকে খবর দিলে রেল পুলিশের কর্মীরা দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে কাঁকসা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বুধবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

কী কারণে মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

তরুণীর বিকৃত ছবি ছড়ানোর অভিযোগে ধৃত এক যুবক সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: তরুণীর ছবি বিকৃত করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক সহ তরুণীর দুই বান্ধবী। গত আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ

বাগদার এক তরুণী বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় তাঁর ছবি বিকৃত করে সমাজের মাধ্যমে ছড়ানো অভিযোগে বাগদার বাসিন্দা যুবক সৌমেন মল্লিক (২৫) সহ তাঁর দুই বান্ধবীর নামে অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃতদের বুধবার বনগাঁ মহকুমার আদালতে পাঠানো হলে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জানা গিয়েছে, বাগদার যুবক সৌমেন মল্লিকের সঙ্গে ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত বছর রথের সময় সম্পর্ক ভেঙে যায়। এরপর থেকে বিভিন্ন ভাবে সৌমেন ওই তরুণীকে মানসিক অত্যাচার করতে থাকে বলে অভিযোগ। যার কারণে তরুণী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল বলে দাবি। অভিযোগ, এরপর তাঁর ছবি বিকৃত করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ওই যুবক ও তাঁর দুই বান্ধবী।

আশাকর্মীর চাকরির জন্য ঘুষের অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্যের নামে পোস্টার হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: আশাকর্মীর চাকরি দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এক পঞ্চায়েত সদস্যের নামে পোস্টার মিলল হাওড়া বাগনান থানা এলাকার বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজুট্রি গ্রামে। বুধবার সকাল থেকে এই গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের পোস্টার দেখা যায়। যাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেখানে লেখা, আশাকর্মীর চাকরির জন্য ৫০,০০০ টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই ঘুষ নিয়েছিলেন এক পঞ্চায়েত সদস্য।

যদিও কোন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছেন, তাঁর

নাম প্রকাশ করা হয়নি এই পোস্টারে। উল্লেখ্য, হাওড়ার বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেস- সিপিএম এবং আইএসএফ জোটের দখলে রয়েছে। যদিও এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক পক্ষের কেউ জড়িত নন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজয় মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, 'বিষয়টি এই শুনলাম।' তা হলে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নিল কে? নাকি এটি ভুয়ো পোস্টার? তা নিয়ে তীব্র সরগরম হাওড়ার বাগনান এলাকা।

পুলিশ পরিচয়ে ৩টি বাস অপহরণের অভিযোগ

রতন বোস ● উত্তরপাড়া

প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তরপাড়ার জিটি রোডে তিন তিনটে বাস অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি যাত্রী নামিয়ে ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে মারধর করে তাঁদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, তিনটে বাসের চালক, কন্ডাক্টরকে চারচাকা গাড়িতে চুরি করে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুর ১১টা নাগাদ হুগলির উত্তরপাড়া জিটি রোডে রামঘাটের কাছে উত্তরপাড়া থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে। এখনও পর্যন্ত তিনটে বাসের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তবে পরে তাঁদের মোবাইল সহ অপহরণকারীরা ছেড়ে দেয় বলেই জানা গিয়েছে। বাসের অন্যান্য স্টাফরা তাঁদের শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান ও উত্তরপাড়া ও বালি থানায় অভিযোগ করেন। কিন্তু বাস সিন্ডিকেটের দাবি, থানা অভিযোগের নম্বর দেয়নি। জানা যায়, একটি বাস শ্রীরামপুর থেকে নিউ টাউন যাচ্ছিল ও অপর দু'টি বাস নিউ টাউন থেকে শ্রীরামপুর আসছিল, এদের বাসটি অপহরণের ঘটনা ঘটে বালি থানায় এলাকায়।

শ্রীরামপুর নিউ টাউন রোডের বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক রঞ্জন প্রামাণিকের দাবি, তিনটি বাস লোনের টাকায় কেনা হয়েছিল। লোন শোধ করা হচ্ছিল। তবে করোনার সময় কিছু বাকি থাকে সেই নিয়ে কোর্টে কেস চলছিল, যাতে ওই সময় ছাড় দেওয়া হয়। রঞ্জনবাবুর আরও দাবি, ফাইনান্স কোম্পানি জানিয়েছে তারা এ কাজ করেনি। বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে পাঁচ ছ'জন লোক পুলিশ পরিচয় দিয়ে এ কাজ করেছে। তারা বিচার চাইছেন।

এই ব্যাপার উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবের দাবি, 'বাস সিন্ডিকেটের সদস্যরা ও সম্পাদক আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদেরকে বলেছি পুলিশে অভিযোগ জানাতে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। আমি পুলিশকে বলেছি তারা তদন্ত করছেন বলে জানা গেল। বাস অপহরণের ঘটনায় অবাক হয়ে গিয়েছি।'

Dumurdaha-Nityanandapur No-I Gram Panchayat
Dumurdaha Adibasipara, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly, 712515
Notice Inviting Tender

NIT No.: 003/GAP/DN-I/2023-24 **Dated: 17.10.2023**

Sealed Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned below:-

Sl	Name of the work	Estimated Amount	Earnest Money
1	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Ramnagar For Gray Water Management Project	1055224.00	21104.00
2	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Naosarai for Gray Water Management Project	852828.00	17057.00
3	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Aschitpur for Gray Water Management Project	765897.00	15318.00
4.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Dadpur for Gray Water Management Project	765897.00	15318.00
5.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Dumurdahadham for Gray Water Management Project	2023517.00	40470.00
6.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Nutan Baga for Gray Water Management Project	924606.00	18492.00
7.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Arazi Aschitpur for Gray Water Management Project	144442.00	2889.00
8.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Baga for Gray Water Management Project	1242467.00	24849.00
9.	Const. of Community Leach Pit and Waste Water Treatment Plant Filter Chamber at Discharge Point of various Pucca Drain of IMIS village name Chandigacha for Gray Water Management Project	1805968.00	36119.00

Last Date & Time of Submission of Application: **09.11.2023 at 02:00 PM.** Last Date of Sale of Tender Form: **10.11.2023 up to 01:00 PM.** Last Date of Dropping of Sealed Tender Form: **17.11.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Tender: **21.11.2023 at 01:00 PM.** For more details visit undersigned GP Office.

Sd/- Pradhan
Dumurdaha-Nityanandapur No-I Gram Panchayat

বড়মা কালীর পুজোপাঠ ঘিরে উন্মাদনা আরামবাগের কালীপুরে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হল আরামবাগের কালীপুরে।

এই বড়মা কালীর প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র নানা ঘটনা লুকিয়ে আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৩০১ বছর আগে এই বড়মা কালীর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় আরামবাগের বদলে জাহানাবাদ নামে একটি জনপদ দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে গড়ে উঠেছিল। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা ছোট জনপদ। মাঝখান দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদ বয়ে চলেছে। জানা যায়, বর্ধমানের রাজার প্রতিষ্ঠিত এই বড়মা কালী বর্ধমানে ছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজারাম ব্রহ্মচারী এবং সদারাম ব্রহ্মচারী নামে দুই সিদ্ধ পুরুষ বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে এই বড়মাকে কাঁধে করে দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে জঙ্গল ঘেরা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহানাবাদ জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়

বড়মা। এই বড়মা কালীর নাম অনুসারে দ্বারকেশ্বর নদ পাড়ের ওই ছোট জনপদের নাম হলো কালিপুর।এমনটাই জানালেন মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত ঠাকুর। তিনি আরও জানান, বড় মায়ের এই পুজোটি বছরে তিনবার হয়ে থাকে। একবার পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে, দ্বিতীয়বার হয় মকর সংক্রান্তির দিন এবং সেই দিন মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। এবং তৃতীয়বার পুজোটি হয় আরামবাগ শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মায়ের বারোয়ারি পুজোর সময়।

সিদ্ধ পুরুষ রাজারামপুর ব্রহ্মচারী এবং সদরাম ব্রহ্মচারীর দাঁতন থেকে একটা নিম গাছের সৃষ্টি হয়। সেই নিমগাছের নীচেই দুই ব্রহ্মচারীর সমাধি এখনও জ্বলজ্বল করছে। বট ও নিমগাছের নীচে রয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নিয়ম করে এখনও নিত্যদিন দেবাদিদেব মহেশ্বর ও দুই ব্রহ্মচারীর পুজো হয়। পাশাপাশি বড়মা কালীরও নিত্যদিন পুজোপাঠ করেন পুরোহিত ঠাকুর। বড়মায়ের এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসেন মায়ের স্নান জল খেতে। সমস্যার সমাধানে মানত করেন বহু মানুষ। তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধী নাকি ভালো হয়। নিত্যদিন তাই বহু ভক্তের সমাগম হয় আরামবাগের কালীপুরের এই বড়মা কালীর মন্দিরে।

এই বিষয়ে মা কালীর মন্দিরে আসা এক গৃহবধূ বলেন, 'নিত্যদিন বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের মন্দিরে আসেন। তাঁদের মনস্কামনা পূরণ হয়। মায়ের আশীর্বাদে আমি খুবই উপকৃত।' অন্যদিকে এই মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর জানান, বড়মা কালীর নাম অনুসারে এই কালীপুর জনপদের নাম হয়। দুই ব্রহ্মচারী এই মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের কৃপায় বহু মানুষের রোগমুক্তি হয়েছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের ওপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে কালিপুর জনপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন জাগ্রত বড়মা কালীর মন্দির। নিত্যদিন মায়ের মন্দিরে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হলেও কার্তিক মাসে শ্যামাকালী রূপে বিশেষ পুজোপাঠ হয় এবং বছরের তিনবার বিশেষ দিনে চলে মায়ের সবার আগে আরাধনা হয়। যা আজও রীতি মেনে হয়ে আসছে।

কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হানায় খুন পুলিশকর্মী

বারামুলায় বাড়িতে ঢুকে কনস্টেবলকে গুলি

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর: রবিবারের পর বুধবার। কাশ্মীরের বারামুলায় বাড়িতে ঢুকে এক কনস্টেবলকে গুলি করে হত্যা করল জঙ্গিরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার নিজের বাড়িতেই ছিলেন কনস্টেবল গুলাম মহম্মদ দার। আচমকাই বেশ কয়েক জন জঙ্গি ওই পুলিশকর্মীর বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলির আওয়াজে কনস্টবেল দার বেরিয়ে এলেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। তার পরই পুলিশকর্মীর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা।

গুলির আওয়াজে আশপাশের লোকেরাও ছুটে আসেন। ততক্ষণে জঙ্গিরা পালিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। গুরুতর জখম অবস্থায় কনস্টেবলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কনস্টেবল দারের বাড়ি বারামুলার কারালপোরা গ্রামে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তরফে এই ঘটনার জন্য শোকপ্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'পুলিশকর্মীর পরিবারের সঙ্গে সব রকমভাবে সহযোগিতা করা হবে। কনস্টেবল গুলাম মহম্মদ দারের পরিবারের পাশে থাকবে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।'

এই ঘটনার পরই কারালপোরা গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো শুরু হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজ চলছে জোরকদমে। গত রবিবারে শ্রীনগরে এক পুলিশ ইনস্পেক্টরকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। নিহত ইনস্পেক্টরের নাম মসরুর আহমদ ওয়ানি। রবিবার তিনি ইদগা এলাকায় একটি মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন। সেই সময় জঙ্গিরা এসে তাঁর উপর হামলা চালায়। তিনটি গুলি করা হয় ইনস্পেক্টরকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তইবার মদতপুষ্ট দ্য রেজিসট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। সেই ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই আরও এক পুলিশকর্মী খুন হলেন উপত্যকায়। শুধু পুলিশকর্মীই নয়, মঙ্গলবার এক পরিযায়ী শ্রমিককেও খুন করে জঙ্গিরা।

৩ দিনের আমিরশাহি সফরে ধর্মেন্দ্র প্রধান

আবু ধাবি, ১ নভেম্বর: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যেই, বুধবার তিনদিনের সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে গেলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সফরের প্রথমদিনই আবুধাবির বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন। ১ থেকে ৩ নভেম্বর তিনি আমিরশাহিতে থাকবেন। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, যখন গোটা বিশ্ব প্রায় দুই মেরুতে বিভক্ত, সেই সময় মোদি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের এই আমিরশাহি সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে তাঁর তিন দিনের সফর, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন জোরদার করবে, তেমনই ভারত হিংসা নয় গোটা বিশ্বের সকলের উন্নয়ন চায় , আরব দেশগুলির কাছে এই বার্তাও পৌঁছে দেবে।

এদিন, সফরের প্রথম দিনে '৪২ আবুধাবি নামে' একটি কোডিং স্কুল পরিদর্শন করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তারপর, ইন্ডিয়া হাউসে 'আবুধাবি ইন্ডিয়ান স্কুল'-এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতাও করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। দিনের পরবর্তী অংশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শিক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সরকারি কর্তা ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁর। এছাড়া, সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায় এবং বড় শিল্পপতিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এছাড়া, 'ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং-দিল্লি'র আবুধাবির ক্যাম্পাস এবং 'আবুধাবি স্কুল অব ডিসরাপ্টিভ লার্নিং'-ও ও পরিদর্শন করবেন তিনি। ভারতীয় দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে, আমিরশাহির ওড়িয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করবেন শিক্ষামন্ত্রী।

২ নভেম্বর, আবুধাবিতে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ইকো সিস্টেম, 'হাব৭১' পরিদর্শন করবেন এবং ইএফএস ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস গ্রুপের দুবাইয়ের কার্যালয়ে যাবেন। আমিরশাহির সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলির অধ্যক্ষ, আইআইটি এবং আইআইএম-এর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং দুবাইয়ের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

স্পষ্টতই, এই সফরে ধর্মেন্দ্র প্রধানের লক্ষ্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি। শিক্ষা মন্ত্রক থেকে এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটের এক সামগ্রিক ধারণা নিতে চান শিক্ষামন্ত্রী। এদিন আবুধাবি থেকে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-ভারত সম্পর্ক আজ অত্যন্ত ভাল জায়গায় আছে। বিশেষ করে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে। আমরা এখানে একটি আইআইটি খুলছি। ইতিমধ্যেই ভারতের আরও অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয় এখানে এসেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও বিশ্ববিদ্যালয় আসতে পারে। ভারতের জাতীয় শিক্ষা বোর্ড, সিবিএসই-র ১০০টিরও বেশি স্কুল রয়েছে আমিরশাহিতে। আমরা শীগগিরই এখানে সিবিএসই-র একটি কার্যালয়ও খুলব।'

ইজরায়েলের হানায় খতম হামাস হামলার মূলচক্রী

তেল আভিভ, ১ নভেম্বর: গাজায় প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে তীব্র লড়াই চলছে ইজরায়েলের সেনার। তেল আভিভের বিমান হানায় মৃত্যু হয়েছে ৭ অক্টোবরের হামলার অন্যতম মূলচক্রী সেন্ট্রাল জাবালিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ইব্রাহিম বিয়ারির। সেদিন এই জঙ্গির নেতৃত্বেই ইহুদিভূমে ফিদায়েঁ জঙ্গিদের পাঠানো হয়েছিল।

বুধবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর গাজায় হামাসের সঙ্গে লড়াই চলছে ইজরায়েলি ফৌজের। ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর পাঠানো যুদ্ধবিমানের হামালায় মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে সেন্ট্রাল জাবালিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ইব্রাহিম বিয়ারির। ৭ অক্টোবরের হামলার অন্যতম মূলচক্রী ছিল এই জঙ্গি। এর নেতৃত্বেই 'নুকভা' জঙ্গিরা ইজরায়েলে ঢুকেছিল। হত্যালীলা চালিয়েছিল। এই হামলায় নিকেশ করা হয়েছে আরও হামাস জঙ্গিদের।

আইডিএফ আরও জানিয়েছে, উত্তর গাজায় অভিযান শুরু করার পর থেকে এই বিয়ারিই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সমস্ত কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। এছাড়াও ২০০৪ সালে ইজরায়েলের আশদোদ বন্দরে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তার মূলচক্রী ছিল বিয়ারি। সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন ইজরায়েলি। বিগত দুই দশক ধরে তেল আভিভে রকেট হামলার জন্যও এই জঙ্গি দায়ী। বলে রাখা ভালো, এর আগেও ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে গাজায় নিহত হয়েছে হামাসের দুই বায়ুসেনা প্রধান।

এদিকে, উত্তর গাজায় চলা তীব্র সংঘাতে বুধবার সকালে মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলের ৯ সেনা জওয়ানের। গুরুতর আহত আরও দুই বলে জানিয়েছে আইডিএফ। ইজরায়েলের বুকে হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় আক্রমণ চালাচ্ছে তেল আভিভ। গত শনিবার রাত থেকে গাজার ভূখণ্ডে ঢুকতে শুরু করেছে ইহুদি দেশটির ফৌজ। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক হামাসের ডেরা। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের বিশাল ট্যাংকবাহিনীও প্রবেশ করেছে সেখানে। উত্তর ও দক্ষিণ গাজাকে যুক্ত করা সালা-আল-দিন রোডে টহল দিচ্ছে ইজরায়েলি ট্যাংক। যার ফলে গাজার ওই লাইফলাইন সড়কটি কার্যত অবরুদ্ধ।

চিনকে চাপে ফেলে বঙ্গোপসাগরে উড়ল ব্রহ্মস মিসাইল

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: চিনকে চিন্তায় ফেলে জলপথে আরও শক্তিশালী ভারত। বঙ্গোপসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ থেকে এবার ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় নৌবাহিনী।

নৌসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বাহিনীর ডেস্ট্রয়ার শ্রেণির রণতরী থেকে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রটি নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। ব্রহ্মসের সফল উৎক্ষেপণের পর এই ঘাতক যুগলবন্দি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নৌসেনা আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, 'জাহাজ এবং যুদ্ধাস্ত্র দুটিই সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। মাঝসমুদ্রের এই সফল উৎক্ষেপণ প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার প্রকৃত উদাহরণ।'

উল্লেখ্য, রাশিয়া ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। গতিবেগ ২.৮ ম্যাক। অর্থাৎ শব্দের থেকেও প্রায় তিনগুণ দ্রুতগতিতে মিসাইলটি উড়তে সক্ষম। প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে ব্রহ্মস। যে কোনও টার্গেটে ৯৯.৯৯ শতাংশ নিখুঁত হামলা চালাতে পারে। 'অগ্নি' ও 'পৃথ্বী'র মতো ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতোই মারাত্মক এই ক্রুজ মিসাইল। একবার এই মিসাইল ছোড়া হলে শত্রুর পক্ষে একে আটকানো কার্যত অসম্ভব।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি তিস্তা শীতলবাদের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সবরং ট্রাস্টের তহবিল তছরুপের মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদ ও তাঁর স্বামী জাভেদ আনন্দ। গুজরাত হাইকোর্ট তাঁদের আগাম জামিন দিয়েছিল। সেই রায়ই বজায় রাখল শীর্ষ আদালত। খারিজ করে দিল গুজরাত সরকারের আর্জি। সেই সঙ্গে তিস্তা ও তাঁর স্বামীকে তদন্তে সহায়তা করার নির্দেশ দিল।

অতিরিক্ত সরকারি কৌঁশুলি এস ভি রাজু এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, তিস্তা ও জাভেদ তাঁদের তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। এর পরই বিচারপতি এস কে কৌলের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ ওই দম্পতিকে নির্দেশ দেয় তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করার জন্য।

৮ ফুটের সোনায় বাঁধানো মুকুটের উপর বসবেন রামলালা

লখনউ, ১ নভেম্বর: মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। দেখতে দেখতে এসে যাবে জানুয়ারির ২২ তারিখ। আর সেই দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে শুভ উদ্বোধন অযোধ্যার রামমন্দিরের। সেই দিনই মন্দিরে হবে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এবার জানা গেল, রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঘিরে কী পরিকল্পনা রয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, আট ফুট উচ্চতার সোনায় বাঁধানো মুকুটের উপর বসানো হবে রামলালাকে। রাজস্থানের শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে গোল্ড প্লেটেড সেই বিশেষ মার্বেলের মুকুট। ১৫ ডিসেম্বর যা পৌঁছে যাবে অযোধ্যায়। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্র জানান, রামমন্দিরের গর্ভগৃহে থাকবে এই ৮ ফুট উচ্চতার মুকুট। যেটি তিন ফুট দীর্ঘ এবং চার ফুট চওড়া। সেখানেই প্রতিষ্ঠা পাবে রামলালা। তিনি আরও জানান,

রামমন্দিরের জন্য বহু ভক্ত সোনা এবং রুপোর কয়েন, ইট দান করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপো সুরক্ষিত রাখাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ মন্দির কর্তৃপক্ষের সামনে। অনিল মিশ্র জানাচ্ছেন, যাতে কোনওভাবে সোনা-রুপো চুরি না যায়, তার জন্য তা গলিয়ে সংরক্ষণ করা হবে।

গাজায় হামলা নিয়ে আমেরিকাকে হিরোশিমা স্মরণ করাল ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১ নভেম্বর: হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পারমাণবিক বোমা ফেলা যদি ঠিক কাজ হয় তাহলে গাজায় ইজরায়েলের আক্রমণ ও মানুষের মৃত্যুও যুদ্ধের ন্যায্য মূল্য। ওয়াশিংটনের আধিকারিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনে নাকি এমনই জানিয়েছেন তেল আভিভের আধিকারিকরা। এক রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজায় হামলা চালানো নিয়ে নিজেদের পক্ষে সওয়াল করে ইজরায়েল। ওয়াশিংটনের আধিকারিকদের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত কথোপকথনে ইহুদি দেশটির আধিকারিকরা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল আমেরিকা। মৃত্যু হয়েছিল হাজার হাজার মানুষের। সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে এটাও ইজরায়েলের অস্তিত্বের লড়াই। গাজা আক্রমণ ও সেখানে মানুষের মৃত্যু তেল আভিভের কাছে যুদ্ধের ন্যায্য মূল্যের সমান।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস বেনজির হামলা চালায়। যার প্রত্যুত্তরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই সময় থেকেই তেল আভিভের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। পাঠানো হয়েছে সামরিক সাহায্য। কিন্তু গাজায় ইজরায়েলি হামলা বেনজির প্রাণহানির পর ত্রাণকার্য চালানোর উপর জোর দিচ্ছে আমেরিকা।

কয়েকদিন আগেই সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, 'বড় ভুল হবে। হামাস বাহিনী কট্টরপন্থী, কিন্তু সমস্ত প্যালেস্তিনীয়র পরিচয় হামাস নয়। তা মনে রাখতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'হামাস যা করেছে তা ভয়ংকর কিন্তু এর ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেও। ইজরায়েল খুব খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য পদক্ষেপ করার অধিকার তাদেরও রয়েছে। কিন্তু সত্যি এটাই যাঁদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই তাদের ভোগান্তি কম করার জন্য তেল আভিভ কিছু করতে পারলে তাহলে সেটা তাদের করা উচিত।' আমেরিকার এই অবস্থান নিয়েই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ টানা হয় ইজরায়েলের তরফে।

NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No. :
FUL/213/15th CFC/2023-24
Date: 17.10.2023
FUL/214/15th CFC/2023-24
Date: 31.10.2023
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the works(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (**www.wbtenders.gov.in**).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
BOKCHARA ,
North 24 Paraganas

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No.- T-238/PW/Eng/2023 dated 01.11.2023
Memo No. 1320/PW/Eng/2023 dated 01.11.2023
Name of the work : Construction of drain & culvert at Bishnu Bihar Colony at Ward No. 59, Borough No.- VIII under Asansol Municipal Corporation. Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- Construction of the proposed Jogendra Chandr Majumdar Market Complex at Rail Bazar of Ward No. 03 under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIQ No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/14e/2023-24 Memo No. 424/PWD, Date-02-11-2023	02.11.2023 at 10.00am	24.11.2023 at 6.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-10 of 2023-24 (2nd call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 nos installation High mast light at different places under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **02.11.2023 at 9.00 am.** Closing Date: **18.11.2023 upto 6.00 pm.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
Sealed Tenders are being invited from the bidders w.r.t. **NITs vide Memo No. 283/ SWM_SBM(G)/NIT/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_598188_1 & 2023_ZPHD_ 598188_2), Dated - 01/11/2023.** Last date of tender dropping **11-11-2023 up to 10.00 A.M.** and opening date of the both tender is **17-11-2023 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- Pradhan
Ramkarchar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ২২০_২০২৩-২৪, তারিখঃ ৩১.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ ই-টেন্ডার নং. ২২০_২০২৩-২৪।** এইএন/এনডিএই-র অধীনে স্টোর রুম, চৌকিদার রুম, কানেক্টিং কনসার্ট রোড-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের রাস্তা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ত্রিবেণী (টিবিএই)-তে এসএমই/পিওয়ে অফিস নির্মাণের কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৭৫,২১,৬৭৬.৮৪। **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৫০,৪০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদানঃ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি), ই-টেন্ডারিং-এর জন্য প্রদেয় এই মূল্যগুলি কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-328/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NAKUNDA GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.- Nakunda, P.S.- Goghat, Dist.- Hooghly
NOTICE INVITING E-TENDER
Nakunda Gram Panchayet, Goghat-I, Hooghly, 712614, intends to invite Tender in Two Bid System from the requested Agencies/Contractor. Intending Bidders are requested to log on **https://wbtenders.gov.in** to documents available from **02/11/2023 to 17/11/2023** and to be submitted on or before **17/11/2023 up to 11:30 AM.** hours. Tender ID **NIT No.: 345/NGP/2023-'24 to 353/NGP/2023-'24 Date: 01/11/2023.**
Sd/-
Prodhan
Nakunda Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **Memo No.: 138/2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-11/2023-24 (Sl. 1 to 4), Date: 01.11.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **01.11.2023 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **09.11.2023 up to 05:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **14.11.2023 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 91(2nd Call), & 125 /23-24 Dated- 31-10-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas and Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **02-11-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **17-11-2023 before 3.00 pm** as per NIeT.
Dater: 01.11.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডব্লু_এলএলএইচ_১২_২০২৩-২৪, তারিখঃ ৩০.১০.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডবলু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়াতে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ সহ অফিস এবং সার্ভিস বিল্ডিংগুলিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী বিএলডিসি পাখার ব্যবস্থা করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৪২,৪৭,৮০০.০০ **বায়না অর্থঃ** ₹ ৮৫,০০০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। যে ওয়েবসাইটে সম্পূণ বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** MISC-170/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
CORRIGENDUM
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-09 of 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 2 nos 300 mm x 200 mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at ward No. 15 & 22 within Basirhat Municipal Area & Laying of Pipe line (DI-K9/MS) for supply clear water from DTW-Pump House to OHR inlet Point and Connection with Existing distribution line. At ward No. 15 & 22 within Basirhat Municipal Area. e-Tender Closing Date : **07/11/2023 at 12.00 PM** & Opening Date : **09/11/2023 upto 12.00 PM**. For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
S/D
Chairperson,
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এমসি/ডব্লুসি/১৫০০ ওয়াগন/আরএসপি/২০২৩আর, তারিখঃ ২৭.১০.২০২৩। সিনি. ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিও), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং.৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে "দুই প্যাকেট পদ্ধতি"তে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম/বিবরণঃ** আরওএইচ কাজের জন্য বিওএক্সএন ধরনের বিভিন্ন গ্রুপের ১৫০০ ওয়াগন মেরামতির কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১৬,৯৫,৯৮,৬৪১.৭৫; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৯,৯৮,০০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹ ০.০০। **চুক্তির মেয়াদঃ** ২৪ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ০৬.১১.২০২৩। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলী সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না। SDAH-249/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality
NOTICE
A Corrigendum regarding BOQ & Date extension have been published for Tender ref. no **WBMAD/CM/ PWD/ NIT-13/TRL/ 23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 592321_1.** For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **1) EOI No: PHC/NM/EOI-5e/2023-24. ID: 2023_MAD_598024_1.** Last Date of receiving application **09 Nov.2023 up to 06:00 PM.** **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUOTATION NOTICE
e-QUOTATION are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **PHC/NM/NIQ-4e/2023-24. ID:2023_MAD_597853_1.** Last Date of receiving application **09 Nov. 2023 up to 06:00 PM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill-Jotkamal, P.O- Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender **(NIeT) No:- 02/ PROD-HAN /BOKHARA-II GP/2023-24 Dated:- 31/10/2023**. The last date of online submission of tender is **09-11-2023 upto 14 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Moniruzzaman
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Office of the
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad
NIT No- 01/SADI/GP/CFC/2023-24 Memo No-202/SKDGP/2023 & NIT No- 02/SADI/GP/CFC/2023-24 Date- 12/10/2023 Memo No-203/ SKDGP/2023 Date 12/10/2023.
Last Date Application **-07/11/2023 upto-2.00 PM**
Last date of dropping of sealed Tender form- **07/11/2023 Upto-2.00 PM**
Date of opening of Tender - **09/11/2023 Upto-2.30 PM**
For Details see-Office Notice Board
Sd/- Prodhan
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat

ekdin_page_8_Layout 1 11/1/2023 10:17 PM Page 1

নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৮ রানকেও হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পুনেতে গতকাল কুইন্টন ডি কক আর রেসি ফন ডার ডুসেনের জোড়া শতকে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৫৭ রান তোলার পরও তাই মনে হচ্ছিল, নিউজিল্যান্ডকে আটকাতে এই রান যথেষ্ট তো?

কিন্তু মার্কো ইয়ানসেনের গতি আর কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে সেটি হয়েছে যথেষ্টর চেয়েও অনেক বেশি। ৩৫.৩ ওভারে ১৬৭ রানে নিউজিল্যান্ডকে অলআউট করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ জিতেছে ১৯০ রানে। বিশ্বকাপে রানের হিসাবে নিউজিল্যান্ডের এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার।

ম্যাচ শেষে তাই উল্টো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে নিউজিল্যান্ডের টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটাই। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাটিং লাইনআপকে আগে ব্যাট করার সুযোগ দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল, ইংল্যান্ডের মতো নিউজিল্যান্ডকেও এখন তাড়া করে ফিরতে পারে এ প্রশ্ন। প্রথম চার ম্যাচ জেতার পর কিউইরা হারল টানা তৃতীয় ম্যাচ। এ হার নেট রানরেটেও বড় ধাক্কা দিয়েছে তাদের। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে হোঁচট খেলেও ৭ ম্যাচে ৬ জয় এবং বেশ স্বাস্থ্যকর নেট রানরেট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে চলে এসেছে প্রোটিয়ারা, সেমিফাইনালের পথেও এগিয়ে গেছে অনেকটাই। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের হার পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বাড়িয়েছে।

রান তাড়ায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস গতি পায়নি মোটেও। প্রথম ম্যাচে বড় ইনিংস খেলার পর থেকেই নিষ্প্রভ ডেভন কনওয়ে জ্বলে উঠতে পারেননি এ ম্যাচেও, এবার ইনিংসের তৃতীয় ওভারে থেমেছেন ২ রানেই। রাচিন রবীন্দ্র ও উইল ইয়াংয়ের দ্বিতীয় উইকেট জুটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে অর্থে সফল হয়নি। তবু তাঁদের ৩৬ বলে ৩৭ রানের জুটিই নিউজিল্যান্ড ইনিংসে সর্বোচ্চ। শেষ দিকে গ্লেন ফিলিপসের ৫০ বলে ৬০ রানের ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটু অপেক্ষায় রাখতে পেরেছে নিউজিল্যান্ড, কিন্তু সেটিও বেশি সময়ের জন্য নয়। মহারাজ নেন ৪ উইকেট, ইয়ানসেন ৩টি।

বোলিংয়ে ইনিংসের শুরুটা ছিল নিউজিল্যান্ডের পক্ষেই। ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরির বিপক্ষে নতুন বলে বেশ সতর্ক ছিলেন ডি কক, প্রথম ৩৯ বলে করেন মাত্র ২২ রান। টেম্বা বাভুমা অবশ্য চাপ কমান ডি ককের ওপর থেকে, যদিও ২৮ বলে ২৪ রান

করে বোল্টের শিকার দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। প্রথম ১০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা তোলে ৪৩ রান। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের দেখা পেতে নিউজিল্যান্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪০তম ওভারের শেষ বল পর্যন্ত। ততক্ষণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণই হাতছাড়া হয়ে যায় গতবারের রানার্সআপদের। ডি কক ও ফন ডার ডুসেন, দুজনই পেয়েছেন ভাগ্যের সহায়তা। ক্যাচ যেমন পড়েছে, তেমনি নিউজিল্যান্ড হাতছাড়া করেছে রানআউটের সুযোগও।

ডুসেন ইতিবাচক ছিলেন শুরু থেকেই। বল একটু পুরোনো হয়ে আসার পর চড়াও হন ডি ককও। ৬২ বলে পূর্ণ করেন অর্ধশতক, জেমস নিশামকে ছক্কা মেরে শতক পূর্ণ করেন মাত্র ১০৩ বলে। শেষ পর্যন্ত ১১৬ বলে ১১৪ রানের ইনিংসে মেরেছেন ১০টি চারের সঙ্গে ৩টি ছক্কা। এবারের বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ শতক, এক আসরে চারটি সেঞ্চুরি করা তৃতীয় ব্যাটসম্যান হলেন তিনি কুমার সাঙ্গাকারা ও রোহিত শর্মার পর।

৪০তম ওভারের শেষ বলে টিম সাউদির বলে ক্যাচ তুলে ডি কক থামলে ভাঙে ফন ডার ডুসেনের সঙ্গে ২০০ রানের জুটি। চারে উঠে আসা ডেভিড মিলারের সঙ্গে ফন ডার ডুসেনের জুটিতে ৪৩ বলেই ওঠে ৭৮ রান। ১০১ বলে শতক পাওয়া ফন ডার ডুসেন থামেন ১১৮ বলে ১৩৩ রান করে সাউদির বলে বোল্ড হয়ে। এরপর মিলার, হাইনরিখ ক্লাসেন ও এইডেন মার্করাম শেষ ১৭ বলে তোলেন ৪১ রান, শেষ ১০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা ১১৯ রান। এ নিয়ে টানা অষ্টম ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ৩০০ বা এর বেশি রান তুলল তারা, ওয়ানডেতে যেটি প্রথম ঘটনা।

১৯০ রানের বিশাল হারের হতাশার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের চোটের তালিকাও আরেকটু দীর্ঘ হয়েছে এদিন। ৫.৩ ওভার পরই ম্যাট হেনরি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়ে উঠে যান, তাঁর বদলে বোলিং করা জেমস নিশাম ৫.৩ ওভারে দেন ৬৯ রান। পরে নিশামও চোট পান কবজিতে। দুজনই ব্যাটিং করেছেন, তবে ৪ নভেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচের আগে এখন দলের পাঁচজন খেলোয়াড়ই পুরোপুরি ফিট নন! পরের ম্যাচে একাদশ কী হবে, এখন হয়তো সে শঙ্কাতেও পড়ে গেছে নিউজিল্যান্ড।

ভারতের 'দুর্বলতা' খুঁজে পেয়েছেন আকরাম-মিসবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ই লক্ষ্য ভারতের। সেই লক্ষ্যে তারা দুর্দম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। টানা ৬ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পা দিয়ে রেখেছে রোহিত শর্মার দল। প্রথম ৫ ম্যাচ জিতেছে তারা রান তাড়া করে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচটি ভারত জিতেছে আগে ব্যাটিং করে। তা,ও আবার স্কোরবোর্ডে মাত্র ২২৯ রান তুলে।

এ থেকে বোঝাই যায়, ভারতের ব্যাটসম্যানদের মতো বোলাররাও আছেন দারুণ ছন্দে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এই ভারত দলে কোনো দুর্বলতাই নেই। কিন্তু পাকিস্তানের দুই সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম ও মিসবাহ-উল, হক বলছেন অন্য কথা। দুর্দম্য ভারত দলের একটি দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা দুজন।

কী সেই দুর্বলতা? রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলরা দারুণ ছন্দে থাকলেও এখনো জ্বলে উঠতে পারেননি শ্রেয়াস আইয়ার। এটাকেই ভারত দলের একমাত্র দুর্বলতা মনে করেন আকরাম-মিসবাহ।

এই বিশ্বকাপে ভারতের খেলা ৬টি ম্যাচেই ব্যাট করেছেন আইয়ার। চার নম্বরে ব্যাটিং করে ৩৩.৫ গড়ে করেছেন ১৩৪ রান। ৬ ম্যাচে তাঁর ছিল এ রকম;০, ২৫, ৫৩, ১৯, ৩৩ ও ৪।

আইয়ারের ছন্দহীনতা, হার্দিক পান্ডিয়ার চোট আর লোকেশ রাহুলের দারুণ ছন্দে থাকার বিষয় টেনে এনে মিসবাহ পাকিস্তানের টেলিভিশন 'এ স্পোর্টস'-এর অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'ফিট হয়ে উঠলে হার্দিক ফিরবে। প্রথম দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে লোকেশ রাহুলের ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামাটা তার জন্য একটু দেরিতেই ক্রিজে আসা হয়ে যাচ্ছে। তার ৪ নম্বরে ব্যাট করা উচিত। হার্দিক ফিরলে সূর্যকুমার যাদব ৬ নম্বরে ও জাদেজা ৭ নম্বরে ব্যাট করবে। তাহলে তার (আইয়ার) একাদশে থাকাটা কঠিনই হবে।'

মিসবাহ এরপর যোগ করেন, 'সে (আইয়ার) রান করেছে। সে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শতক করেছে, যেটাকে অনেক উঁচুভাবেই দেখা হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে তার গড় ১৯ থেকে ২০-এর মধ্যে। শর্ট বলে তো তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। আপনার দুর্বলতা যখন প্রকাশ পেয়ে যাবে, সব দলই সুবিধাটা কাজে লাগাবে।'

ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, 'তাকে পারফর্ম করতে হবে। কারণ, ঈশান কিষান বসে আছে এবং সে বাঁহাতি। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে তার খেলাটা মনে করুন। সে আর হার্দিক পান্ডিয়া একটা জুটি গড়েছে। সে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পারে।'

বিশ্বকাপে পান্ডিয়াকে নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে চার ম্যাচ খেলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে চোট পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে। এরপর নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দুটো খেলতে পারেননি। নতুন খবর, আরও দুই ম্যাচে এই পেস অলরাউন্ডারকে পাবে না ভারত।

২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কা ও ৫ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে পান্ডিয়াকে পাচ্ছে না ভারত। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, লিগ পর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের আগে পান্ডিয়াকে সম্ভবত দলে ফেরাবে না ভারত। তাঁকে দ্রুত দলে ফিরিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে বোলিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। বোলিংয়ের ফলো-থ্রুতে পা দিয়ে বল ঠেকাতে গিয়ে এই চোট পেয়েছিলেন। স্ক্যান করানোর পর পরের দুই ম্যাচে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা জেগেছিল। কিন্তু অ্যাঙ্কেল ও লিগামেন্টের চোটে কাতর পান্ডিয়াকে দ্রুত ফেরানোর ঝুঁকি নেয়নি ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে এখন চোট থেকে ফেরার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন পান্ডিয়া। দলে পান্ডিয়ার অভাব পূরণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর জায়গায় সূর্যকুমারকে একাদশে নেয় ভারত। আর শার্দুল ঠাকুরের জায়গায় ফিরেছিলেন মোহাম্মদ শামি। সূর্যকুমার ২ রানে আউট হলেও ৫ উইকেট নিয়েছিলেন শামি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০০ রানে জয়ের পর ভারতের বোলিং কোচ পরশ মামব্রে জানিয়েছিলেন, জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পান্ডিয়ার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে দলের মেডিকেল টিম।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
দঃ আফ্রিকা	৭	৬	১	১২
ভারত	৬	৬	০	১২
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৮
নিউ জিল্যান্ড	৭	৪	৩	৮
পাকিস্তান	৭	৩	৪	৬
আফগানিস্তান	৬	৩	৩	৬
শ্রীলঙ্কা	৬	২	৪	৪
নেদারল্যান্ডস	৬	২	৪	৪
বাংলাদেশ	৭	১	৬	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

আবারও 'অদ্ভুতুড়ে' দুর্ঘটনার শিকার ম্যাক্সওয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা চার জয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। আর টানা চার হারে ইংল্যান্ডের বিদায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই বলে কথা! আহমেদাবাদে শনিবার মর্যাদার লড়াইটা নিশ্চয় জিততে চাইবে দুই দল। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত এক দুর্ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার শক্তি কিছুটা হলেও কমে গেল। কারণ, তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না।

ক্রিকেটের পাশাপাশি গলফ খেলতে পছন্দ করেন ম্যাক্সওয়েল। পরশু আহমেদাবাদের একটি গলফ কোর্সে সতীর্থদের নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। এক রাউন্ড খেলার পর গলফ কার্টে (একধরনের ছোট গাড়ি) চড়ে ক্লাব হাউস থেকে টিম বাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। এ সময় হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ম্যাক্সওয়েল চলন্ত কার্টের পেছন দিক থেকে পড়ে গেলে মাথায় আঘাত পান। কনকাশন (মাথায় আঘাতজনিত) প্রটোকলে তাঁকে ৬ থেকে ৮ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ফলে শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না। ফক্স স্পোর্টস, ইএসপিএন ক্রিকইনফোসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ফক্স স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় দলে ঢুকতে পারেন আরেক অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস। আর ম্যাক্সওয়েলের চোটের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ক্রিকইনফোকে বলেছেন, 'তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সে (ম্যাক্সওয়েল) সৎ থাকতে চেয়েছে। সে এখন ভালো আছে। আজই হালকা অনুশীলন করার কথা। তবে সংগত কারণেই আমাদের মনে হয়েছে প্রটোকোল অনুযায়ী ওকে খেলানো ঠিক হবে না। আমরা সৌভাগ্যবান যে ও আরও বড় ধরনের চোটে পড়েনি। তাহলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।'

শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাক্সওয়েলের না খেলা নিশ্চিত করলেও মঙ্গলবার আফগানিস্তান ম্যাচে ফিরবেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু বলেননি ম্যাকডোনাল্ড।

ম্যাক্সওয়েলের অদ্ভুতুড়ে চোটে পড়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত বছর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই ওয়ানডে সিরিজ শুরুর চার দিন আগে বন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে গিয়ে পা ভেঙে যায় তাঁর। জন্মদিন অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বন্ধুর সঙ্গে দৌড়ানোর সময় বাড়ির উঠানে পা পিছলে পড়ে যান তিনি। সে সময় ম্যাক্সওয়েলের পা বন্ধুর পায়ে আটকে যায়। সেই চোট থেকে সেরে উঠতে পায়ে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে তাঁকে।

এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকে দারুণ বোলিং করলেও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ব্যাট হাতে ভালো করতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। এ নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছে। তবে পঞ্চম ম্যাচে সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলেন ৪৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংস। 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দেওয়া ইনিংসটি খেলার পথে বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্রুততম শতকের (৪০ বলে) রেকর্ড গড়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচেও খেলেছেন ২৪ বলে ৪১ রানের ঝোড়ো ইনিংস।

প্রথমবারের মতো র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর বোলার আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপে শাহিন শাহ আফ্রিদি মুদ্রার দুই পিঠই দেখেছেন। বিশ্বকাপের শুরুতে ভালো করতে না পারার পর তাকে ঘিরে বইছিল সমালোচনার ঝড়। ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন, আফ্রিদির মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। সেই কথার পর থেকেই জ্বলে উঠতে শুরু করেছেন আফ্রিদি।

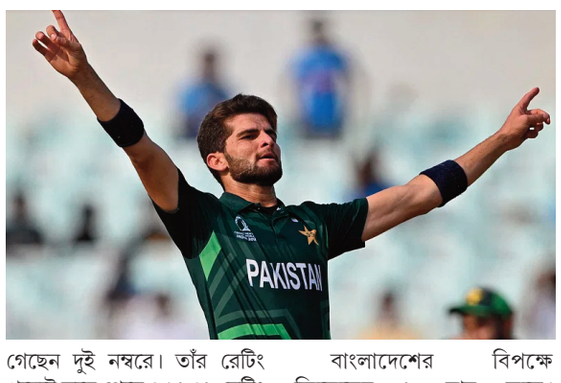

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে নিয়েছেন ৩ উইকেট করে। তাতে প্রথমবারের মতো আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় শীর্ষে উঠেছেন আফ্রিদি। ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে আছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। আর ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের তালিকার শীর্ষে সাকিব আল হাসান।

বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক আফ্রিদি। ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। এক ম্যাচ কম খেলে অ্যাডাম জাম্পার উইকেট ১৬টি। ৬৭৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আফ্রিদি।

গত সপ্তাহে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা জশ হ্যাজলউড নেমে গেছেন দুই নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট কমে গেছে ৭। ৬৫৬ রেটিং পয়েন্ট তিনে আছেন মোহাম্মদ সিরাজ। তালিকার চার নম্বরে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৫১। ৬৪৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে ট্রেন্ট বোল্ট।

ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনো শীর্ষে বাবর। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮১৮। তাঁর চেয়ে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে দুই নম্বরে ভারতীয় ওপেনার শুবমান গিল। চলতি বিশ্বকাপে এখনো বড় ইনিংস খেলতে পারেননি গিল। ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠে মাঠে ফিরে এখন পর্যন্ত ৪ ইনিংস খেলেছেন গিল। যেখানে অর্ধশতক পেয়েছেন মাত্র ১টি, বাংলাদেশের বিপক্ষে। বাবরও বড় রান পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ফিরেছেন ৯ রান করে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে বড় ইনিংস খেলতে পারলে বাবরকে টপকে যাওয়ার সুযোগ থাকবে গিলের সামনে। ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন নম্বরে আছেন কুইন্টন ডি কক। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৫। চার ও পাঁচ নম্বরে আছেন যথাক্রমে ডেভিড ওয়ার্নার (৭৬১) ও রোহিত শর্মা (৭৪৩)।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা সাকিবের রেটিং পয়েন্ট কমেছে। বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩১৬। গত সপ্তাহে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা সাকিবের রেটিং পয়েন্ট ছিল ৩২৪। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগেও তাঁর রেটিং ছিল ৩৭২।

বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়বেন উইলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দৃশ্যত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা হচ্ছে না বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের। ১১ নভেম্বর ইডেন গার্ডেনে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে জস বাটলারের দল। এই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ৩৩ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের বোলিং অলরাউন্ডার ডেভিড উইলি। ২০২৩-২৪ চক্রে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই উইলি। তাঁকে এই চুক্তিতে রাখেনি ইসিবি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার সময়টা জানিয়েছেন উইলি, 'কখনো এই দিনটির দেখা পেতে চাইনি। সেই শৈশব থেকে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু অনেক সতর্কতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করে অনুশোচনার সঙ্গে বুঝলাম, আমার জন্য সেই সময়টা চলে এসেছে। বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেব।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ এই বার্তায় উইলি আরও বলেছেন, 'খুব গর্ব নিয়ে আমি (ইংল্যান্ডের) জার্সিটি পরেছি এবং নিজের সবটুকু নিংড়ে দিয়েছি। সাদা বলের সংস্করণে দারুণ একটি দলের অংশ হতে পারায় নিজেকে

সৌভাগ্যবান মনে করি, যেখানে বিশ্বের সেরা কিছু খেলোয়াড় আছেন। কঠিন সময়ের পাশাপাশি বিশেষ কিছু স্মৃতি এবং বন্ধুও জুটেছে এ সময়ে। আমার স্ত্রী-সন্তান, বাবা ও মাকে বলছি, তোমরা ত্যাগ স্বীকার না করলে, সমর্থন না দিলে আমি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারতাম না। বিশেষ কিছু স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ...আমি চিরকৃতজ্ঞ।'

৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ হারে ২ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ টেবিলের তলানিতে ইংল্যান্ড। বাটলারদের হাতে এখনো ৩ ম্যাচ আছে। এই তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষ;অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তান। এই তিন ম্যাচেই 'নিজের সবটুকু এবং আরও বেশি' নিংড়ে দিতে চান উইলি, 'আমার মনে হয়, মাঠ ও মাঠের বাইরে আমার এখনো অনেক কিছুই দেওয়ার আছে। নিজের সেরা ক্রিকেটটাই খেলছি। আর আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশ্বকাপে আমাদের পারফরম্যান্সের কোনো সম্পর্ক নেই। বাঁহাতি এই পেসার বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচ খেলে মোট ৫ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে ৪২ রানও করেছেন। বেঙ্গালুরুতে গত সপ্তাহে ইসিবি ২৬ খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ঘোষণা করে। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে এই চুক্তির তালিকায় ঠাঁই পাননি উইলি। আগামী বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আছে। কিন্তু তার আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের শেষ দেখে ফেললেন উইলি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিলেও ইংল্যান্ডের ঘরোয়া এবং বিশ্বের আনাচকানাচে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেট খেলে যাবেন উইলি। গত বছর টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে নর্দাম্পটনশায়ারের অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। আগামী জানুয়ারিতে আবুধাবিতে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলবেন নাইট রাইডার্সের হয়ে। আগামী আইপিএলে তাঁকে ধরেও রাখতে পারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০১৫ সালের মে মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক উইলির। ইংল্যান্ডের হয়ে এখন পর্যন্ত ৭০ ওয়ানডেতে ৯৪ উইকেট নিয়েছেন উইলি। ৫১ উইকেট নিয়েছেন ৪৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। ২টি ফিফটিসহ ৬২৭ রান করেছেন ওয়ানডেতে। টি-টোয়েন্টিতে ১৩০.৬৩ স্ট্রাইক রেটে তাঁর রানসংখ্যা ২২৬।

বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপে রোহিতদের ম্যাচে সচিন থাকবেন বিশেষ জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: সচিন তেন্ডুলকরের ঘরের মাঠে বৃহস্পতিবার খেলতে নামবে ভারতীয় দল। সেই ম্যাচে রোহিত শর্মারা যখন খেলবেন, তখন মাঠে থাকবেন সচিন। তবে সশরীরে থাকবেন সেটা এখনই জানা না গেলেও সচিনের মূর্তি থাকছে। বুধবার সচিন নিজেই সেই মূর্তি উন্মোচন করলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি এবং মেয়ে সারা।

আগেই জানানো হয়েছিল যে, ভারতের ম্যাচের আগের দিন সচিনের একটি মূর্তি উন্মোচন করা হবে ওয়াংখেড়েতে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটারকে সম্মান জানাতে চায় এমসিএ। সেই কারণে আহমেদনগরের এক শিল্পী প্রমোদ কাম্বলেকে দিয়ে সচিনের একটি মূর্তি বানানো হয়েছে। সেই মূর্তিই উন্মচিত হল বুধবার। পরিকল্পনা ছিল সচিনের ৫০তম জন্মদিনে মূর্তি উন্মোচন করা হবে। কিন্তু এই বছর ২৪ এপ্রিলের মধ্যে মূর্তিটি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাই বুধবার সচিনের হাতেই উন্মোচন হল সচিনের মূর্তি।

বুধবার সন্ধ্যায় সচিন ছাড়াও ওয়াংখেড়েতে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ, ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্ল, প্রাক্তন বোর্ড কর্তা শরদ পাওয়ার এবং মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অমল কালে। সচিনের পরিবারও সঙ্গে ছিল। মাঠে ছিলেন সচিনভক্ত সুধীর কুমার চৌধরি। তাঁকে দেখা যায় ভারতের পতাকা হাতে শঙ্খ বাজাতে।

২০১১ সালে মুম্বইয়ের এই মাঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সচিনকে কাঁধে করে ঘুরিয়ে ছিলেন সতীর্থেরা। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন সচিন। সেই মাঠে তাঁর নামে স্ট্যান্ড আছে। এ বার মূর্তিও হল। মুম্বই ক্রিকেট সচিনকে সম্মান জানাল এই ভাবেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**